CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-137 ■ 16 February, 2026 ■ আগরতলা ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শিবরাত্রিতে পাক বধ ভারতের

কলম্বো, ১৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। উইকেটকিপার-ব্যাটার ইশান কিশানের দুর্দান্ত ৭৭ রানের ইনিংসের ওপর ভর করে এবং পরে বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সে ভারত ৬১ রানে পরাজিত করল পাকিস্তানকে। রবিবার আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ২৭তম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় কলম্বোর আর. প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কিশান মাত্র ৪০ বলে ১০টি চার ও তিনটি ছক্কার সাহায্যে ৭৭ রান করে ভারতের বড় স্কোরের ভিত গড়ে দেন। মাঝের ওভারে তিলক বর্মা ও সূর্যকুমার যাদব মিলে ৫৭ রান যোগ করে দলকে লড়াইযোগ্য অবস্থানে পৌঁছে দেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারত তোলে ১৭৫/৭। পাকিস্তানের হয়ে সাইম আইয়ুব ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখেন।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় পাকিস্তান। প্রথম ওভারেই হার্দিক পাণ্ড্য তুলে নেন শাহিবজাদা ফারহানের উইকেট। এরপর জসপ্রীত বুমরাহ নিজের প্রথম ওভারেই দুই উইকেট নিয়ে ম্যাচ ভারতের দিকে ঘুরিয়ে দেন। প্রথমে আয়ুব, তারপর অধিনায়ক সালমান আগাকে ফেরান তিনি। পাকিস্তানের ইনিংসে একমাত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার উসমান খান ৪৪ রান করেন। তিনি বাবর আজম-এর সঙ্গে ২১ ও পরে শাদাব খান-এর সঙ্গে ৩৯ রানের জুটি গড়েন।

তবে ভারতের স্পিন আক্রমণে পাকিস্তানের মধ্যক্রম ভেঙে পড়ে। অক্ষর প্যাটেল বাবর আজম ও উসমান খানকে ফিরিয়ে দেন, আর কুলদীপ যাদব তুলে নেন মোহাম্মদ নওয়াজের উইকেট। প্রথমবার বোলিং করতে এসে টিলক ভার্মা পান শাদাব খানের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট।

শেষদিকে পাকিস্তান মাত্র ৪১ রানে শেষ পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৮ ওভারে ১১৪ রানে অলআউট হয়। ফলে ভারত ৬১ রানে জয় পায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ১৭৫/৭ (২০ ওভার) — ইশান কিশান ৭৭, সূর্যকুমার যাদব ৩২; সাইম আয়ুব ৩/২৫

পাকিস্তান ১১৪ অলআউট (১৮ ওভার) — উসমান খান ৪৪; হার্দিক পাণ্ড্য ২/১৬, বরুণ চক্রবর্তী ২/১৭

একেক সময় একেক ধরনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে জিএসডিপি ও মাথা পিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। জনজাতিদের জন্য কে কাজ করছে, তাদের জন্য কে কথা বলছে তা বুঝতে হবে। আজ মহারাণী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আগরতলা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টাউন হলে। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গঠনের পর থেকেই জনজাতি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও মর্যাদা রক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনজাতি সমাজপতিদের জন্য সম্মানিক ভাতা চালু করা হয়েছে, যাতে তাঁদের সামাজিক নেতৃত্ব ও ঐতিহ্যগত ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া যায়। সরকার দাবি করছে, জনজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরা সংরক্ষণে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে রাজ্যে বসবাসকারী ব্রু-রিয়াং শরণার্থীদের দুর্বিষহ জীবনের অবসান ঘটিয়ে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। রাজ্যের ১২টি স্থানে তাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু বাসস্থান নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রেশন ও জীবিকার সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা মর্যাদাপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারেন।

সরকারের বক্তব্য, জনজাতি এলাকার শিক্ষার হার ও পরীক্ষার ফলাফলেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রেও জনজাতি ছেলে-মেয়েরা সাফল্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালকের সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। নাবালকের সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ১০৩২৩ এর চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষক দুলাল চন্দ্র শীলের বিরুদ্ধে এক নাবালক ছেলের সঙ্গে অসদাচরণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাবেন ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি/ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এই অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে স্পিকারের অংশগ্রহণ ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতিফলন। পাশাপাশি, দুই দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করবে।

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান তারেক রহমান-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিপুল জয় অর্জন করেছে। এমইএ জানিয়েছে, "ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে আবদ্ধ প্রতিবেশী হিসেবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ভারত স্বাগত জানায়।"

আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ.এম.এম. নাসির উদ্দিন। ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনের নির্দিষ্ট শপথকক্ষে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মৌলা জানিয়েছেন, শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন। ৩০০টির মধ্যে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন কমিশন ২৯৭টি আসনের অনানুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা করেছে। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ কেন্দ্রের গেজেট বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি।

ঘোষিত ফল অনুযায়ী, বিএনপি ২৯৭টির মধ্যে ২০৯টি আসনে জয়লাভ করেছে। সংশ্লিষ্ট দুই কেন্দ্রেও তাদের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। তাদের মিত্ররা পেয়েছে তিনটি আসন। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামি জিতেছে ৬৮টি আসন এবং জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট পেয়েছে ৯টি আসন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি আসনে জয়ী হয়েছে, আর নির্দল প্রার্থীরা জিতেছেন সাতটি কেন্দ্রে এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশী সংবাদ মাধ্যম।

প্রায় ৩৫ বছর পর বাংলাদেশে কোনও পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উগ্রপন্থার উত্থান মোকাবিলা করা, যা অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের শাসনামলে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

দামছড়া জনজাতি ছাত্রী নিবাসের খাদ্যমান নিয়ে কড়া বার্তা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরার প্রান্তিক গ্রামে রবিবারের সকাল। দশটা ছুঁইছুঁই সময়ে হঠাৎই দামছড়া জনজাতি ছাত্রী নিবাসে হাজির জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পূর্বঘোষণা ছাড়াই এই পরিদর্শনকিন্তু তাতে ছিল না আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর, বরং ছিল শিক্ষার পরিবেশ ঘিরে সরেজমিন খোঁজখবরের চেষ্টা।

মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করতে গেলে প্রথম শর্ত শিক্ষার মানোন্নয়ন। আর মানোন্নয়ন বলতে শুধু বই-পাঠ নয় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো, সুশৃঙ্খল হোস্টেল ব্যবস্থা এবং পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা জরুরি।" তাঁর অভিযোগ, বিগত ৩৫ বছরের বাম সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই আধুনিকীকরণ বাস্তবে রূপ পায়নি, যার সুফল পাওয়ার কথা ছিল কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের।

পরিদর্শনকালে জানা যায়, ছাত্রদের জন্য ১০০ শয্যা ও ছাত্রীর জন্য ১০০ শয্যা বিশিষ্ট দুটি অত্যাধুনিক হোস্টেল নির্মাণের বরাদ্দ ইতিমধ্যেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এপ্রিলেই কার্যকর হতে পারে ভারত যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই ভারত-যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) কার্যকর হতে পারে বলে জানালেন এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক। এর ফলে ইউরোপীয় দেশটিতে ভারতের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত বছরের জুলাই মাসে দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে কার্যকর হতে গেলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের সংসদ-এর দুই কক্ষেই এফটিএ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাজ্যে ভারতের ৯৯ শতাংশ পণ্যের রপ্তানিতে শুল্ক শূন্য হবে। এর ফলে শ্রমনির্ভর শিল্প যেমন বস্ত্র, সামুদ্রিক পণ্য, চামড়া, জুতো, ক্রীড়া সামগ্রী ও খেলনা, রত্ন ও গয়না শিল্পের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, অটো পার্টস ও ইঞ্জিন এবং জৈব রাসায়নিক খাতে বড় সুযোগ তৈরি হবে।

এছাড়া, অ-শুল্ক বাধা (নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার) যাতে ভারতের রপ্তানির পথে অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৮ শে বুবাগ্রা আগরতলা দখল করবে ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৬ এ বিজেপি বলেছে এডিসি দখল করবে, ২০২৮ এ বুবাগ্রা আগরতলা দখল করবে। আজ মান্দাই-পুলিনপুর টিটিএএডিসি নির্বাচনী এলাকার অধীনে দক্ষিণ হাদ্রাই ভিসি তুইচাকমা কামিতে এক যোগদানের অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।

তিনি বলেন, জনজাতিদের আলাদা করেছে রাজনীতি। রাজনীতির কারণেই জনজাতিরা তাদের ঐক্য হারিয়েছে। ফলে আজও তারা গরিব রয়ে গেছে। তাই জনজাতিদের সবচেয়ে প্রথম দরকার ঐক্য স্থাপন করা। সকল উপজাতি সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য লড়াই করার আহ্বান জানান প্রদ্যুৎ আরো একবার।

তিনি বলেন, বিজেপি বলছে ২০২৬ এডিসি দখল করবে। কিন্তু ২০১৮ তিনি আগরতলা দখল করবেন বলে দাবি তার। তার কথায়, পাহাড়ে উন্নয়ন হয়নি জনজাতি এলাকাগুলিতে রাস্তা নেই, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, গ্রামে মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যায় না। জনজাতি অংশের ছেলে মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। তাদের সার্বিক উন্নয়নে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। বিজেপির জনজাতিদের উন্নয়ন করবে না।

এডিসি দখল করে সেখানেও নিজেদের সুবিধা দেখবে। তাই তিপ্রা মথাই জনজাতিদের ভবিষ্যত বলে দাবি তার। এই নির্বাচনে বিজেপি যেন একটিও ভোট না পায় তা নিশ্চিত করার দাবি জানান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।

বিবেকানন্দ মাঠে আন্তর্জাতিক মেলা ঘিরে বিতর্ক, হাইকোর্টের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান-এ আন্তর্জাতিক মেলা আয়োজনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে। ভিনরাজ্যের সংস্থা এফেক্ট ইন্টারন্যাশনাল ও ডিজিল্যান্ড মেলার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১ ডিসেম্বর সংস্থার পক্ষ থেকে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল-এর কাছে মেলা আয়োজনের জন্য আবেদন জানানো হয়। ৪ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট দপ্তর সব দিক খতিয়ে দেখে মেলার অনুমতি প্রদান করে। নিয়ম অনুযায়ী সংস্থাটি প্রায় ৬ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয় এবং পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত এনওসি সংগ্রহ করে। ১৯ জানুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত মেলা চলার কথা ছিল বলে জানা গেছে।

তবে অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত কারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হয় এবং একই স্থানে অন্য একটি সংস্থাকে মেলা আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ নিয়ে দপ্তরের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
৪ ফাল্গুন, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বাজারভিত্তিক নগর রূপান্তর ত্বরান্বিত করতে এক লক্ষ কোটি টাকার 'আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড' অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লি : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গতকাল মোট এক লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা সহ 'আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড চালুর অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সহায়তা, প্রকল্প ব্যয়ের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রদান করা হবে, শর্তসাপেক্ষে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এর ফলে আগামী পাঁচ বছরে নগর খাতে প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকার মোট বিনিয়োগ হবে। অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন থেকে বাজার-সংযুক্ত, সংস্কারনির্ভর ও ফলাফলমুখী পরিকাঠামো নির্মাণের দিকে ভারতের নগর উন্নয়ন পদ্ধতিতে এটি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত করবে।

আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড বাজার অর্থায়ন, বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক সংস্কারের মাধ্যমে উচ্চমানের নগর পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে। এই তহবিলের লক্ষ্য হলো সহনশীল, উৎপাদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল শহর গড়ে তোলা, যা দেশের পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এই তহবিল ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩০—৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং প্রয়োজনে বাস্তবায়নকাল ২০৩৩---৩৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। বাজেট ২০২৫—২৬-এ ঘোষিত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যকর করে শহরগুলিকে বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে, শহর গুলির সৃজনশীল পুনর্নির্মাণ এবং জল ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য এই তহবিল গঠন করা হয়েছে।

আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ডের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

প্রকল্পে অর্থায়নের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বাজার উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে, যেমনমিউনিসিপ্যাল বন্ড, ব্যাংক ঋণ এবং পাবলিক --- প্রাইভেট পার্টনারশিপ। অবশিষ্ট অংশ রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নগর স্থানীয় সংস্থা বা অন্যান্য উৎস থেকে প্রদান করা যাবে।

স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক 'চ্যালেঞ্জ মোড'-এর মাধ্যমে উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন ও সংস্কারমুখী প্রকল্প নির্বাচন করা হবে।

নগর শাসন, বাজার ও আর্থিক ব্যবস্থা, কার্যনির্বাহী দক্ষতা এবং নগর পরিকল্পনায় ব্যাপক সংস্কারের উপর জোর দেওয়া হবে।কাঠামোবদ্ধ ঝুঁকি-বণ্টন ব্যবস্থা এবং পরিষেবা মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

টায়ার-২ ও টায়ার-৩ শহরসহ মোট ৪২২৩টি শহরের ঋণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ কর্পাস গঠন করা হবে, যাতে প্রথমবারের মতো বাজার অর্থায়ন পেতে সহায়তা হয়। নগর স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একটি 'ব্যাংকযোগ্য সম্পদ শ্রেণি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ক্ষুদ্র শহরগুলির জন্য ঋণ পরিশোধ গ্যারান্টি:

উত্তর-পূর্ব ও পার্বত্য রাজ্যের সমস্ত শহর/স্থানীয় নগর সংস্থা এবং অন্যান্য রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১ লক্ষের কম জনসংখ্যার ক্ষুদ্র নগরগুলির জন্য প্রথমবার বাজার অর্থায়ন সহজ করতে ৫,০০০ কোটি টাকার 'ক্রেডিট রিপেমেন্ট গ্যারান্টি স্কিম' অনুমোদিত হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা বা ঋণের ৭০ শতাংশ (যেটি কম) পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্যারান্টি দেওয়া হবে। প্রথম ঋণ সফলভাবে পরিশোধের পর দ্বিতীয় ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা বা ঋণের ৫০ শতাংশ (যেটি কম) পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করা হবে। এর ফলে প্রথমবার ন্যূনতম ২০ কোটি টাকার এবং পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৮ কোটি টাকার প্রকল্প কার্যকরভাবে সমর্থন পাবে।

চ্যালেঞ্জভিত্তিক প্রকল্প নির্বাচন:

এই তহবিলের অধীনে প্রকল্প নির্বাচন হবে রূপান্তরমূলক প্রভাব, সুস্থায়ী এবং সংস্কারমুখিতার ভিত্তিতে। অর্থ বরাদ্দ সংস্কার, মাইলস্টোন এবং নির্দিষ্ট ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সংস্কার অব্যাহত রাখা বাধ্যতামূলক হবে। গৃহায়ন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের একক ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে কাগজবিহীনভাবে প্রকল্পের কাজ ও সংস্কার পর্যবেক্ষণ করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ:

শহরগুলিকে বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি, সমন্বিত স্থানিক অর্থনৈতিক ও ট্রানজিট পরিকল্পনাযার মধ্যে গ্রিনফিল্ড ও সেমি-গ্রিনফিল্ড উন্নয়ন, ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক করিডরের পাশাপাশি উন্নয়ন, নগর গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত।

শহরগুলির সৃজনশীল পুনঃ উন্নয়ন

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা ও ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল নবায়ন, ব্রাউনফিল্ড পুনর্জাগরণ, ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট পুরনো পরি.কাঠামোর.আধুনিকীকরণ, জলবায়ু সহনশীলতা, দুর্যোগ প্রশমন এবং উত্তর-পূর্ব ও পার্বত্য রাজ্যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ কমাতে বিকল্প নগর কেন্দ্র গঠন।

জল ও স্যানিটেশন, জল সরবরাহ, নিকাশি ও বৃষ্টির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, , ওয়াটার গ্রিড, সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুরনো বর্জ্য অপসারণপরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে।

কভারেজ-----এই তহবিলের আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে

২০২৫ সালের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১০ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যার সমস্ত শহর।উপরের হিসাবের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী।১ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যার প্রধান শিল্পনগরী।

এআই যাত্রায় দক্ষতাকেই কেন্দ্রে রাখবে ভারত, ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে বিশেষ প্যাভিলিয়ন এমএসডিইর

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করতে দক্ষতা উন্নয়নকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার বার্তা নিয়ে আসন্ন ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ অংশ নেবে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক (এমএসডিই)। রাজধানী নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে "সবার জন্য এআই উন্নয়ন" ভাবনার উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ প্যাভিলিয়ন স্থাপন করবে মন্ত্রকটি।

বিশ্বজুড়ে নীতিনির্ধারক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্লোবাল সাউথ অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ এআই সম্মেলন হিসেবে এই আয়োজনকে দেখা হচ্ছে। এমএসডিই-র উপস্থিতি ভারতের এই অঙ্গীকারই তুলে ধরবে যে এআই যেন কর্মসংস্থান কমানোর বদলে জীবিকা শক্তিশালী করার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, ভারতের মাটিতে এত বড় এআই সম্মেলনের আয়োজন একটি দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এআই ভবিষ্যৎ গঠনের সংকল্পের প্রতিফলন। তিনি জানান, বৈশ্বিক অংশীদারদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা এবং তরুণ ও কর্মশক্তিকে এআই-প্রস্তুত দক্ষতায় সক্ষম করার ভারতের উদ্যোগ তুলে ধরার অপেক্ষায় তিনি রয়েছেন। এমএসডিই-র প্যাভিলিয়নে "এআই-তে দক্ষতা", "এআই-সহ দক্ষতা" এবং "এআই-এর জন্য দক্ষতা"এই তিন স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে। এআই-তে দক্ষতার ক্ষেত্রে মৌলিক থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ, শিল্প-সহযোগিতায় স্বল্পমেয়াদি কোর্স এবং নতুন কর্মক্ষেত্রের জন্য যোগ্যতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদর্শিত হবে। দর্শনার্থীরা মাইক্রো-লার্নিং মডিউল, লাইভ ড্যাশবোর্ড ও ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রদর্শনীর মাধ্যমে এআই শিক্ষার প্রসার কীভাবে সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব তা দেখতে পাবেন।"এআই-সহ দক্ষতা" অংশে দেখানো হবে কীভাবে এআই নিজেই দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে বদলে দিচ্ছে। এআই-চালিত ক্যারিয়ার পরামর্শ ব্যবস্থা, ব্যক্তিকৃত কোর্স সুপারিশ এবং প্রযুক্তিনির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো হচ্ছে। এর মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল হাব-এর ব্যবহারও তুলে ধরা হবে।

অন্যদিকে "এআই-এর জন্য দক্ষতা" বিভাগে দেখানো হবে কৃষক, ইলেকট্রিশিয়ান, নির্মাণ শ্রমিক কিংবা তাঁতির মতো ক্ষেত্রেও এআই কীভাবে উৎপাদনশীলতা ও আয় বাড়াতে পারে। বাস্তব উদাহরণ ও গেমিফায়েড প্রদর্শনের মাধ্যমে বোঝানো হবে, এআই শুধু প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও নীল-কলার কর্মীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কার্যকর।

সম্মেলনের ফাঁকে মন্ত্রী বৈশ্বিক প্রযুক্তি সংস্থা, শিক্ষাঙ্গন ও শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে এআই-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সহযোগিতা জোরদার করবেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি এমএসডিই প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করে তরুণ অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলেও জানা গেছে।এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমএসডিই পুনর্ব্যক্ত করেছে যে ভারতের এআই রূপান্তর হবে মানবকেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কর্মসংস্থানমুখী, যা উন্নত ভারতের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সারা দেশে নৈতিক ও দায়িত্বশীল এআই ব্যবহারে ১৬—১৭ ফেব্রুয়ারি ডিজিটাল প্রচার অভিযান

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দেশে নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দায়িত্বশীল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রচারে ১৬---১৭ ফেব্রুয়ারি একটি সর্বভারতীয় ডিজিটাল প্রচার অভিযান শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র। ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (এমইআইটিওয়াই) এর উদ্যোগে ইন্ডিয়াএআই মিশন---এর অধীনে এবং ইন্টেল ইন্ডিয়া---র সহযোগিতায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে এআই বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সূচনার প্রাক্কালে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে এই অভিযান শুরু হবে। এর মূল লক্ষ্য ২৪ ঘণ্টায় সর্বাধিক মানুষের কাছ থেকে এআই দায়িত্ববোধের অঙ্গীকার সংগ্রহ করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস---এ নতুন রেকর্ড গড়া।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের নৈতিকতা, তথ্য সুরক্ষা, জবাবদিহি এবং ভুয়ো তথ্য প্রতিরোধসহ দায়িত্বশীল এআই ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করা হবে। এর মাধ্যমে মানবকেন্দ্রিক ও বিশ্বাসযোগ্য এআই পরিবেশ গড়ার ক্ষেত্রে দেশের প্রতিশ্রুতি আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সহজ রেজিস্ট্রেশন ও ওটিপি যাচাইয়ের মাধ্যমে অংশ নিতে পারবেন। এরপর সংক্ষিপ্ত পরিস্থিতিভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার জমা দিতে হবে। অঙ্গীকার সম্পন্ন করলে অংশগ্রহণকারীরা ইন্ডিয়াএআই ও ইন্টেল ইন্ডিয়া---র যৌথ ডিজিটাল সম্মানচিহ্ন পাবেন এবং সরকারি এআই শিক্ষণপথে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন।

এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকারি কর্মী, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধি, স্টার্টআপ, গবেষক এবং সাধারণ নাগরিকসকলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশেষভাবে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই নাগরিক সম্পৃক্ততা কর্মসূচি ১৬---২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য এআই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতা, নীতিনির্ধারক, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এআই---কে উন্নয়নমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারের পথ নিয়ে আলোচনা করবেন।সরকারের মতে, দেশজুড়ে এই ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল এআই ব্যবহারে নতুন মানদণ্ড স্থাপন এবং উদীয়মান প্রযুক্তির প্রতি জনআস্থা আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ভোক্তা সচেতনতা জোরদার নতুন সক্ষমতা-বৃদ্ধি কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ভোক্তা সুরক্ষা ব্যবস্থাকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য ভার্চুয়াল সক্ষমতা-বৃদ্ধি কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেছে ভোক্তা বিষয়ক বিভাগ (ডিওসিএ)। ১৩ ফেব্রুয়ারি এই কর্মসূচির উদ্বোধন হয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক-এর সহযোগিতায়। এর মূল লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলে ভোক্তা সচেতনতা বাড়ানো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা।

নতুন পর্যায়ের প্রথম ভার্চুয়াল অধিবেশনে অংশ নেয় বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা। মোট ১,০১১টি অনলাইন সংযোগের মাধ্যমে হাজার হাজার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীদার এই বৈঠকে যুক্ত হন। সেখানে ভোক্তার অধিকার, উদীয়মান সমস্যা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রতিনিধিরা মাঠপর্যায়ের সমস্যা তুলে ধরে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

অধিবেশনে পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়অসাধু বাণিজ্য রোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অভিযোগ জানাতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে। অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় অভিযোগ প্ল্যাটফর্ম যেমন জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইন (১৯১৫) এবং ই-জাগৃতি পোর্টাল ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ডিওসিএ জানায়, এর আগের পর্যায়ে ২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ২২ আগস্ট পর্যন্ত দেশের প্রায় সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নিয়ে ধারাবাহিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল। দিল্লি ও চণ্ডীগড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে এই কর্মসূচি হয়নি।

এই উদ্যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আঞ্চলিক ভাষায় সেশন পরিচালনা। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আধিকারিকদের নেতৃত্বে আলোচনা হওয়ায় অংশগ্রহণ ও বোঝাপড়া দুই-ই বাড়ে। এতে মাঠপর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

সরকারের মতে, এই কর্মসূচি পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভোক্তা সুরক্ষার সহায়ক হিসেবে আরও দক্ষ করে তুলছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করছে। ভার্চুয়াল পদ্ধতি ব্যবহারে খরচ কম, বিস্তৃতি বেশি এবং দ্রুত জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায় ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা হবে বলে জানিয়েছে ডিওসিএ। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভোক্তা সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার

প্রযুক্তির অপব্যবহার সর্বক্ষেত্রে বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দেশের নির্বাচন কমিশনও তাহাতে রীতিমতো চিন্তিত। 'প্রযুক্তির বিড়ম্বনা'র মোকাবিলা করিতে সক্রিয় হইল নির্বাচন কমিশন। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি যাহাতে প্রতিপক্ষকে নিশানা করিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই)-র অপপ্রয়োগ না করে, তাহা নিশ্চিত করিতে বৃহস্পতিবার একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হইয়াছে কমিশনের তরফে।ওই নির্দেশিকায় রাজনৈতিক দলগুলিকে 'দায়িত্বশীল ভাবে' এবং 'স্বচ্ছতার সঙ্গে' নির্বাচনী প্রচারে এআই ব্যবহার করিবার 'পরামর্শ' দিয়াছে কমিশন। এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি ভিডিয়ো প্রচারচিত্র সম্পর্কে কড়াকড়ি বাড়ানোর কথাও বলা হইয়াছে ওই নির্দেশিকায়। জানানো হইয়াছে, এ জাতীয় ভিডিয়োর সূচনাতেই 'কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে এবং লিখিত ভাবে' ঘোষণা করিতে হইবে সেটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সম্প্রতি ভোটের প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনমত প্রভাবিত করিবার জন্য ভুয়ো তথ্যে নির্মিত আপাতসত্যের ছায়াছবি নির্মাণকে 'অপরাধ' বলিয়াও চিহ্নিত করিয়াছিলেন তিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'আইটি সেল'গুলিকে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়াছিলেন তিনি। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের সময় কমিশন সমাজমাধ্যমগুলিকে (সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম) দায়িত্বশীল এবং নৈতিক ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে। এ বার 'নিশানা' হইল এআই।

এর উপর নির্ভর করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা হারাইতেছি আমরা। বুঝিনি, কখন অস্তিত্বের সঙ্কট শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যন্ত্রের মতো বুদ্ধিমান না হইতে পারিবার জন্য, ভাত-রুটি হারানো মানুষের বেদনা কোনও দিন বুঝিবে না এআই। সর্বগ্রাসী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে মানুষের অস্ত্র শুধু আবেগ। কোন পরিণতির দিকে চলিয়াছি আমরা?কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স কাহাকে বলে, তাহা জানিবার জন্য সার্চ ইঞ্জিন খুলিয়া প্রশ্নটি টাইপ করিয়া দিলেই

হইবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী, তাহা আপনাকে বলিয়া দিবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই। নিজেরই দেওয়া সংজ্ঞা বলিতেছে, এআই হইল কম্পিউটার সিস্টেম বা যন্ত্রের সেই ক্ষমতা, যাহার মাধ্যমে তাহারা মানুষের মতো চিন্তা করিতে, শিখিতে এবং সমস্যার সমাধান করিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিংয়ের একটি শাখা। এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির কার্যকলাপ অর্থাৎ শেখা, যৌক্তিক চিন্তা, সমস্যার সমাধান, ভাষা বোঝা, ছবি ও ভিডিয়ো বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা সব পারে।বিনা পয়সায় মিলিয়াছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বেশ কিছু অ্যাপ। মোবাইলে ডাউনলোড করিয়া নিলেই আমরা সর্বজ্ঞানী।এআই কী পারে' এই প্রশ্নটি যদি শিশিরবিন্দু হয়, তাহা হইলে আমফানের মতো প্রলয়বাদল ঘটিয়ে পাল্টা বলা যায়, 'কী পারে না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?' একটু বিশদে যাই। পর্দায় ফুটিয়া ওঠা অক্ষরমালা পড়িয়া যাইতে পারে তালিম পাওয়া ঘোষক কিংবা ঘোষিকার মতো, কণ্ঠস্বর চিনিয়া ফেলিবার জাদুকাঠি নিয়া আমার-আপনার কথা শুনিয়া পর্দায় তাহা লিখিয়া ফেলিতে পারে ঝটপট, কয়েক লাইনে বিষয় বুঝাইয়া দিলে ছবি আকিয়া দিতে পারে দশ সেকেন্ডে, কর্ড দিয়া দিলে বাজনা বাজাইতে পারে, বাজনা বুঝাইয়ায়ে দিলে কর্ড বাতলাইয়া দিতে পারে, নতুন ভাষা তৈরি করিতে পারে, যে কোনও কণ্ঠের হুবহু নকল তৈরি করিতে পারে, শব্দসংখ্যা এবং বিষয় উল্লেখ করিয়া দিলে একটা গোটা উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারে, ফোটো আপলোড করিবার পরে যে কোনও বিখ্যাত শিল্পীর নাম উল্লেখ করিয়া দিলে আপনার একটি পোর্টটে করিয়া দিতে পারে, ফ্রিজে কী কী আছে বাতলে দিলে রান্নার নতুন রেসিপি উদ্ভাবন করিতে পারে, ভবিষ্যৎ বাতলে দিতে পারে, কোটিখানেক লজিক কাজে লাগাইয়া বলিয়া দিতে পারে আমার আপনার ধরাধামে শেষ দিনটির সময়ও।

গবেষণার বাণিজ্যিকীকরণে কনসোর্টিয়াম মডেল বদলে দিচ্ছে চিত্র: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: কনসোর্টিয়াম-নির্ভর উদ্ভাবন মডেল গবেষণার দ্রুত ও কার্যকর বাণিজ্যিকীকরণে বড় ভূমিকা নিচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। রবিবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ-এর অধীন আইআইটি মাদ্রাজ রিসার্চ পার্ক এবং ইমার্সিভ টেকনোলজি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ল্যাবস ফাউন্ডেশন-সহ একাধিক আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী জানান, আইআইটি মাদ্রাজ রিসার্চ পার্কের পথপ্রদর্শক কনসোর্টিয়াম মডেল ইতিমধ্যেই দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাঁর কথায়, "এই মডেল এখন অন্যান্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠানও আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করছে।"

পরিদর্শনকালে নগর পরিবহণ, মহাকাশ প্রযুক্তি, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং মস্তিষ্কবিজ্ঞান সংক্রান্ত চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। ড. সিং বলেন, "গবেষণা ও উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিল্প সংস্থাগুলিকে যুক্ত করার ফলে উদ্ভাবন বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।"

তিনি আরও জানান, এই সমন্বিত মডেল গবেষণার ফলাফলকে দ্রুত ব্যবহারযোগ্য ও বাজারজাতযোগ্য সমাধানে রূপান্তর করতে সাহায্য করছে।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত আইটিইএল ফাউন্ডেশন, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের স্বীকৃত একটি অলাভজনক সংস্থা, ভারতের গভীর প্রযুক্তি (ডিপ-টেক) উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দ্রুত স্থানান্তরের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প সংস্থা ও বিনিয়োগকারীদের একত্রিত করে প্রযুক্তি উন্নয়নের এই উদ্যোগ দেশকে বৈশ্বিক প্রযুক্তি নেতার আসনে বসানোর লক্ষ্য নিয়েছে।

পরিদর্শনের সময় 'হ্যাশটিক' মোবিলিটি উদ্যোগের প্রদর্শনীও দেখেন মন্ত্রী। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ভারতীয় শহরগুলির যানজট সমস্যা সমাধান করা। প্রস্তাব অনুযায়ী, বিদ্যমান রাস্তার ওপর উঁচু ট্র্যাকে এআই-সক্ষম ছোট বৈদ্যুতিক যান চলবে, যাতে ১৫ কিলোমিটার পথ প্রায় ২০ মিনিটে অতিক্রম করা সম্ভব হয়।

এছাড়া, আইআইটি মাদ্রাজ ইকোসিস্টেমে ইনকিউবেট হওয়া বেসরকারি মহাকাশ স্টার্টআপ অগ্নিকুল কসমস-এর কাজও পর্যালোচনা করেন ড. সিং। সংস্থাটি নমনীয় ও চাহিদাভিত্তিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য উৎক্ষেপণযান তৈরি করছে। ২০২৪ সালের মে মাসে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং ইন-স্পেস-এর সহায়তায় তারা প্রথম মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করে।

চলতি বছরের শেষের দিকে পুনঃব্যবহারযোগ্য রকেটের বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণের প্রস্তুতিও নিচ্ছে সংস্থাটি। বিশ্লেষকদের মতে, এটি ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার ক্রমবর্ধমান ভূমিকারই প্রতিফলন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আগামী মাসে কলকাতার ব্রিগেডে বিজেপির মেগা সমাবেশে ভাষণ দেবেন নরেন্দ্র মোদি

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী মাসে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত এক মেগা সমাবেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও সমাবেশের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তবে হোলি উৎসবের (৪ মার্চ) পরেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির এক রাজ্য কমিটির সদস্য।

তিনি জানান, হোলির পরেই চলতি বছরের নির্ধারিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটসূচি ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেই সময়ই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্রিগেড সমাবেশের দিনক্ষণও নির্ধারিত হবে।

রাজ্য কমিটির ওই সদস্য আরও জানান, ব্রিগেডের মেগা সমাবেশের আগে রাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় সমান্তরাল 'রথযাত্রা' কর্মসূচি আয়োজন করবে বিজেপি।

এর মাধ্যমে কলকাতার সমাবেশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার ও সচেতনতা বাড়ানো হবে। এদিকে, ব্রিগেড সমাবেশের আগে চলতি মাসের শেষদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসবেন।

জানা গিয়েছে, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিতে তিনি রাজ্যে আসছেন। সফরকালে তিনি দলের রাজ্য কোর কমিটির সঙ্গে একটি সাংগঠনিক বৈঠকও করবেন। তবে এবার তাঁর কোনও জনসভা নির্ধারিত নেই।

অন্যদিকে, ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীপদ সংক্রান্ত সুপারিশের চূড়ান্ত তালিকা তৈরির কাজেও জোর দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব।

ওই রাজ্য কমিটির সদস্য জানান, প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য দুটি পৃথক তালিকা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। একটিতে থাকবে পছন্দের তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম এবং অন্যটিতে থাকবে অনভিপ্রেত তিনজনের নাম।

তিনি আরও বলেন, এবারের নির্বাচনে তারকাখ্যাতি নয়, তৃণমূল স্তরের সংগঠক ও কর্মীদের মধ্য থেকে প্রার্থী বাছাইয়ের উপরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড দাবিকে 'অবাস্তব' আখ্যা মন্ত্রী বিকাশের, কাঞ্চনপুরে ৭০৮ জনের বিজেপিতে যোগদান

কাঞ্চনপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি: অতীতে আইপিএফটি -র 'তিপ্রা ল্যান্ড' এবং বর্তমানে তিপ্রা মথার 'গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড' কোনোটাই হবে না, জনগণ বুঝে গেছেন, যদি কিছু হয় সেটা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই সম্ভব। আজ কাঞ্চনপুরে এক যোগদান সভায় এমনটাই বলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর দাবি, এ ধরনের দাবির সঙ্গে জনজাতি সমাজের প্রকৃতউন্নয়নের কোনও সম্পর্ক নেই।

শনিবার বিজেপি কাঞ্চনপুর মন্ডলের উদ্যোগে গছিরামপাড়া মোটর স্ট্যান্ড মাঠে আয়োজিত এক জনজাতি যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষ এখন রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি সচেতন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে একমাত্র বিজেপি সরকারই জনজাতিদের সার্বিক ও স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম। সভায় দাবি করা হয়, গছিরামপাড়া এলাকার মোট ৩১৯টি পরিবারের ৭০৮ জন জনজাতি ভোটার আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। নতুনভাবে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের স্বাগত জানান দলের নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, কাঞ্চনপুর বিজেপি মন্ডল সম্পাদক বিমানজয় রিয়াং, সভাপতি বীরেন্দ্র কর এবং এমডিসি তথা প্রদেশ সম্পাদক ভূমিকানন্দ রিয়াংসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা শেষে দলীয় নেতারা জানান, আগামী দিনেও এ ধরনের যোগদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে এবং জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়ানো হবে।

বামুটিয়ায় অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি, দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ বেড়ীমুড়া খলাবাড়ি এলাকায় এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন দরিদ্র কৃষক কালিপদ দাস। অভিযোগ, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে দুষ্কৃতিকারীরা তাঁর খড়ের পালায় আগুন লাগিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ কানি জমিতে সংরক্ষিত খড়ে। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত মোহনপুর ফায়ার সার্ভিস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকাবাসী ও দমকল কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। এছাড়াও বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি-র পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে

বিলোনিয়া রেলস্টেশন থেকে তিন বাংলাদেশি নাগরিক আটক, ১৪ দিনের জেল হাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ফেব্রুয়ারিঃ বিলোনিয়া রেলস্টেশন থেকে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, অর্থাৎ শুক্রবার দিন তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, আব্দুল হাকিম (১৮), পিতা লেফটেন্যান্ট মান্টু মিয়া, উত্তর দৌলতপুর, থানা ফুলগাজী; সাইদুল ইসলাম (১৮), পিতা রফিকুল ইসলাম, উত্তর শ্রীপুর; এবং ইমন হোসেন (১৮), পিতা জাহাঙ্গীর মিয়া, ফুলগাজী, জেলা ফেনী, বাংলাদেশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জিআরপি থানা বিলোনিয়া-র ওসি পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছেন।

পরবর্তীতে আটক তিনজনকে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করা হলে মাননীয় আদালত তাদের ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিলোনিয়ায় ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের বিরুদ্ধে মহকুমা প্রশাসনের অভিযান, ১০ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিল বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন। শুক্রবার বিলোনিয়া পুরপরিষদ এলাকা, সোনাইছড়ি, নীহারনগর ও রতনপুর বাজারে যৌথভাবে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ১০ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মোট ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া প্রায় ৪০ কেজি পলিব্যাগ ও ৩৫ লিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের দিয়ে সেই সামগ্রী নষ্ট করানো হয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর হাতে বিকল্প ব্যাগ তুলে দিয়ে তা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে প্লাস্টিক বর্জনে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় শীল সহ বিলোনিয়া পুর পরিষদ ও পিআর বাড়ি থানা-র পুলিশ কর্মীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ইঞ্জিনিয়ারগণ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ইঞ্জিনিয়ারগণ। নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। ইঞ্জিনিয়ারদের উপর ভিত্তি করেই সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। আজ আগরতলার সুকান্ত একাডেমি প্রেক্ষাগৃহে এসোসিয়েশন অফ সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার অফ ত্রিপুরা এর ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাজেশন বই বিতরণ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কাজের কোনরকম ধর্ম হয় না। কাজের কোনরকম পার্টি হয় না। আর এটাই হওয়া উচিত। সংগঠন করার মধ্য দিয়ে একে অপরের উপর বিশ্বাস তৈরি হয়। আগে কর্মচারীদের বদলির ক্ষেত্রে বিশাল লিস্ট তৈরি হতো। বাছাই করে সেই তালিকা তৈরি করা হতো। যে কারণে এতদিন উন্নয়ন হয়নি রাজ্যের। কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর আমরা কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। মাত্র ১ বছরে প্রায় ১,৩০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিদিনই এধরণের কার্যক্রম করা হচ্ছে। গতকালও উদয়পুরে প্রায় ৮০ কোটি টাকার প্রকল্প ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। ইঞ্জিনিয়ারদের উপর ভিত্তি করেই এসব কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। কারণ সবকিছুই প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে এখন। আরো বেশি করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উপর জোর দিতে হবে ইঞ্জিনিয়ারদের। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও প্রয়োজনীয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। আজ জল জীবন মিশন হোক, পিএম সূর্যঘর হোক, ন্যাশনাল হাইড্রোলজি মিশন হোক বা প্রসাদ প্রকল্প হোক কিংবা সড়ক নির্মাণ - সবক্ষেত্রেই ইঞ্জিনিয়ারদের ছাড়া সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যে সময়ের মধ্যে সব কাজ করতে হবে। আর এমন কাজ করবেন যেটা মানুষ সারাজীবন মনে রাখেন। এবং আপনাদের কাজ দেখে যাতে নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়। আমাদের রাজ্যে কাজ করার সময় মূলত নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি। এই চার মাস বিশেষ করে কাজ করা যায়। বাকি সময় সাধারণত বৃষ্টি মরশুম হয়ে থাকে। তাই এই চার মাস কাজ করে বাকি সময় অন্য কাজ যেমন পেপার ওয়ার্ক সহ ইত্যাদি কাজ করতে হবে।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন নিউ ইন্ডিয়ার কথা। সেক্ষেত্রে নিউ ত্রিপুরা হলেই নিউ ইন্ডিয়া গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের উপর সরকারের অনেক আশা ভরসা রয়েছে। আপনাদের কাজের উপর ভিত্তি করেই সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের রূপায়ণ সম্ভব। আপনারা হচ্ছেন দেশ গড়ার কারিগর ও ভবিষ্যত গড়ার কারিগর। আপনারা হচ্ছেন সমস্যার সমাধান। ইঞ্জিনিয়াররাই দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করছেন। ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে জি+১৪ বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। যা ৮.৫ রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প প্রতিরোধী হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রযুক্তি নিয়ে এটা করা হচ্ছে। যা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। এদিন অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছা রক্তদানের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব নিয়েও মূল্যবান আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য রাজীব ভট্টাচার্য, আয়োজক ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সোনা রঞ্জন দেববর্মা, আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষণ সরকার সহ অন্যান্য সদস্য সদস্যা ও নেতৃত্ব। এই উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA IS INVITING FRESH TENDER IN SEALED COVER QUOTATION FROM THE BONAFIDE VEHICLE OWNERS/AGENCIES FOR HIRING OF 07(SEVEN) NOS. LMV(BOLERO) FOR THE USE OF VARIOUS PSS OF GOMATI DISTRICT.

THE QUOTATIONS WILL BE RECEIVED ON 20/02/2026 FROM 1000 HRS TO 1600 HRS IN THE OFFICE OF MT SECTION, GOMATI DISTRICT AND THE QUOTATION WILL BE OPENED ON THE NEXT DAY 1100 HRS BY A BOARD OF OFFICERS IN PRESENCE OF REPRESENTATIVES OWNERS/AGENCIES WILLING TO REMAIN AT THAT TIME. OF VEHICLE

THE TENDER FORM INCLUDING TERMS AND CONDITIONS MAY BE COLLECTED FROM THE MT SECTION, GOMATI DISTRICT FROM 16/02/2026 TO 19/02/2026 DURING OFFICE HOURS.

ICA/C-4321/26

SUPERINTENDENT OF POLICE
GOMATI DISTRICT,UDAIPUR.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-78/EE/RD/ KGT/DIV/TEN/ 2025-26
Dated 12/02/2026

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 19/02/2026 for 01 (one) number work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail-een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4323/26

Laxman Das
Batative Engineer
RD Rimarghat
Division Kumarghat,
Unakoti, District

SHORT PRESS NOTICE INVITING E-TENDER
P'NIET No.:73/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.12/02/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl.No.	DNIeT No	Last Date and Time for Document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid/Technical Bid
1	150/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Up to 3.00PM on 19/02/2026	At 4.00PM on 19/02/2026 if possible
2	151/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
3	152/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in Thepress notice is also available https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4318/26

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. SusantaDebbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

আত্মসমর্পণের ঢেউয়ে ফিকে হচ্ছে 'রেড ড্রিম', মাওবাদী আন্দোলন কি শেষ অধ্যায়ে?

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: কয়েক দশক ধরে ভারতের ঘন জঙ্গল, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা এবং মতাদর্শিক প্রচারের ওপর ভর করে টিকে ছিল বামপন্থী উগ্রবাদ বা মাওবাদী আন্দোলন। মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তথাকথিত 'রেড করিডর' একসময় নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। প্রান্তিক মানুষের অধিকারের দাবিতে নিজেদের 'বিপ্লবী' আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরলেও ২০২৫ সালে এসে সেই বর্ণনায় বড় ধাক্কা লেগেছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক সফল অভিযানের পাশাপাশি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মাওবাদীদের ক্রমবর্ধমান আত্মসমর্পণের ঘটনা। ছত্তীসগঢ়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে একের পর এক ক্যাডার এমনকি শীর্ষ কমান্ডাররাও জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এসে অস্ত্র সমর্পণ করছেন। তাঁরা অস্ত্র জমা দিয়ে পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করছেন এবং সংগঠনের ভেতরের তথ্যও প্রকাশ করছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি সংঘাতের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে বিদ্রোহের অবসান হয় না; মতাদর্শ দুর্বল হলে তবেই সংগঠন ভেঙে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক মানুষের ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনের দাবি করা হলেও বাস্তবে সংগঠনের ভিতরে নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য ছিল স্পষ্ট। শীর্ষ নেতারা তুলনামূলক নিরাপদে থাকলেও তরুণ আদিবাসী সদস্যদের সামনের সারিতে ঠেলে দেওয়া হত। সহিংসতা বাড়লেও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সাফল্য বা ভূখণ্ডগত দখল আসেনি।

২০২৫ সালের ২৯ জানুয়ারি ছত্তীসগঢ়ের সুকমায় পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি-র সেকশন ১ কোম্পানির ডেপুটি কমান্ডার কালমু মাংড়ু, টিম কমান্ডার সমীর ওরফে সুক্কা এবং ক্যাডার মাদাভি বুধরির আত্মসমর্পণ এই পরিবর্তনের প্রথম বড় ইঙ্গিত দেয়। মার্চ মাসে বিজাপুরে ডিভিশনাল কমিটি সদস্য দিনেশ মোডিয়ামের আত্মসমর্পণ সংগঠনের ভিতরের ফাটল আরও স্পষ্ট করে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে ১৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ, যখন সিপিআই (মাওবাদী)-র পলিটব্যুরো সদস্য ও মুখপাত্র মল্লোজুলা ভেনুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি/সোনু/অভয় মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে প্রায় ৬০ জন ক্যাডারসহ আত্মসমর্পণ করেন।

তাঁর স্ত্রী তারাক্কাও এর আগে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা সংগঠনের মনোবলে বড় আঘাত হানে।

ডিসেম্বর মাসেও আত্মসমর্পণের ধারা অব্যাহত থাকে। ১০ ডিসেম্বর গড়চিরোলিতে কিরণ হিডমা কোয়াসি ওরফে ভীমা, যিনি নব্বইয়ের দশক থেকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আত্মসমর্পণ করেন। ১২ ডিসেম্বর সুকমায় আর এক সশস্ত্র ক্যাডার মিডিয়াম ভীমা অস্ত্র জমা দেন। ১৩ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের গন্ডিয়ায় এরিয়া কমিটি সদস্য রোশন ওরফে মারা ভেদজা এবং সুভাষ ওরফে পোজ্জা রাভার আত্মসমর্পণ মহারাষ্ট্র-ছত্তীসগঢ় করিডর কার্যত স্তব্ধ করে দেয়।

বস্তার, সুকমা, গড়চিরোলি ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অংশে আত্মসমর্পণের এই ধারাবাহিকতা কাকতালীয় নয় বলে মত পর্যবেক্ষকদের। তাঁদের মতে, সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনটি এখন শুধু সামরিক শক্তি হিসেবে নয়, একটি মতাদর্শ হিসেবেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। একসময়ের ভয়ের 'রেড করিডর' এখন বিচ্ছিন্ন পকেটে সীমাবদ্ধ।

বিশ্লেষকদের মতে, যখন সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যদের কাছে টিকে থাকার চেয়ে আত্মসমর্পণ নিরাপদ মনে হয়, তখন পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

২০২৫ সালের ঘটনাপ্রবাহ ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভারতের দীর্ঘদিনের মাওবাদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হয়তো শেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে শুধু বন্দুকের নল দিয়ে নয়, বরং একসময়ের শক্তিশালী বিপ্লবী মিথের নীরব অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। তবে বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, শূন্যস্থান যেন আবার কোনও সহিংস মতাদর্শে পূরণ না হয়। তার বদলে সুশাসন, উন্নয়ন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে স্থায়ী আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

হোলি উপলক্ষে চার জোড়া বিশেষ ট্রেন চালাবে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: হোলির ভিড় সামাল দিতে চার জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। রবিবার গুয়াহাটিতে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উৎসবের সময় যাত্রীদের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এনএফআরের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, চলতি বছরে ভারতীয় রেলপথ সারা দেশে মোট ১,৫০০টি বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে, যাতে প্রধান রুটগুলিতে যাতায়াত আরও মসৃণ ও আরামদায়ক হয়। তাঁর কথায়, উৎসবের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে রেলের এই আগাম পরিকল্পনা যাত্রীদের জন্য নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

হোলির সময় বাড়তি যাত্রীচাপ সামলাতে আপাতত চার জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। প্রয়োজনে আগামী দিনে আরও ট্রেন ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিশেষ ট্রেনগুলি চলবে নারেঙ্গি-গোরখপুর-নারেঙ্গি, কাটিহার-অমৃতসর-কাটিহার, ডিব্রুগড়-ঝাঁঝরপুর-ডিব্রুগড় এবং ডিব্রুগড়-কলকাতা-ডিব্রুগড় রুটে। একাধিক ট্রিপে এই ট্রেনগুলি ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত পরিষেবা দেবে।

রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, নিয়মিত ট্রেনগুলির ওপর চাপ কমানো এবং গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলিকে সংযুক্ত করাই এই বিশেষ পরিষেবার লক্ষ্য, যাতে যাত্রীরা নিরাপদ ও সময়মতো নিজেদের পরিবারের সঙ্গে রঙের উৎসব উদ্‌যাপন করতে পারেন।

ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি এনএফআরের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও জানানো হচ্ছে। যাত্রীদের যাত্রার আগে তথ্য যাচাই করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাহস্থ সাধু, গুরু সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রবিবার গুজরাটে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ডিজিটাল মুদ্রা ভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রুশ তেল কেনা নিয়ে মার্কিন দাবির মাঝেই 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন'-এ অটল ভারত: জয়শঙ্কর

মিউনিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে আমেরিকার ধারাবাহিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি জানিয়েছেন, ভারত তার ''কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন''-এ অটল এবং জ্বালানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রাপ্যতা, মূল্য ও ঝুঁকির নিরিখেই।

শনিবার (স্থানীয় সময়) মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর মার্কিন দাবির জবাব দেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার জ্বালানি খাতে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও দাবি করেন, ভারত নাকি অতিরিক্ত রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।

সম্মেলনে রুবিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ভারত অতিরিক্ত রুশ তেল না কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর আগে ট্রাম্পও দাবি করেছিলেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে আমেরিকা থেকে বেশি তেল কিনতে রাজি হয়েছে।

তবে জয়শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় জানান, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। তাঁর কথায়, ''কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন আমাদের ইতিহাস ও বিকাশের অংশ। এটি গভীরভাবে প্রোথিত এবং রাজনৈতিক পরিসরের সব স্তরেই সমর্থিত।''

জ্বালানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক তেলের বাজার অত্যন্ত জটিল। ভারতের তেল সংস্থাগুলি যেমন ইউরোপ বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংস্থাগুলি করে থাকে, তেমনই প্রাপ্যতা, খরচ ও ঝুঁকি বিবেচনা করেই নিজেদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেয়।

সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ''আপনার প্রশ্নের সারমর্ম যদি হয়আমি কি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেব এবং এমন সিদ্ধান্ত নেব যা হয়তো আপনার ভাবনার সঙ্গে নাও মিলতে পারে?হ্যাঁ, তা হতে পারে।''

তবে অতিরিক্ত রুশ তেল আমদানি বন্ধের বিষয়ে ওয়াশিংটনের দাবি নিয়ে ভারত সরকার এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত বা অস্বীকার কোনওটাই করেনি।

অসমে চারটি নতুন বিমানবন্দর গড়ে উঠবে: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: অসমে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে চারটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, মাজুলি, ডিফু, উমরাংসো ও মানসে এই চারটি বিমানবন্দর গড়ে তোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্গম ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিমান যোগাযোগ উন্নত করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ত্বরান্বিত হবে।

এছাড়াও তিনি জানান, ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বর্দোলোই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর নতুন টার্মিনালে বিমান অবতরণ কার্যক্রম শুরু হবে। নতুন টার্মিনাল চালু হলে যাত্রী ধারণক্ষমতা বাড়বে, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উন্নত হবে এবং গুয়াহাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি প্রধান বিমান পরিবহণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে দাবি করেন তিনি।

ডিব্রুগড় জেলার মোরানে নির্মিত ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি নিয়ে সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পকে চা-বাগানের মতো অসামরিক অবকাঠামোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাঁর কথায়, ''এই সুবিধাটি সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত। যুদ্ধ বা জরুরি পরিস্থিতিতে মোরানের ইএলএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।''

তিনি দাবি করেন, প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মোরান ইএলএফ-কে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। বন্যার সময়েও এই সুবিধা সচল থাকবে বলে তিনি জানান, যা দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক হবে।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, দেশের শত্রুপক্ষ প্রায়ই এই ধরনের কৌশলগত সম্পদের গুরুত্ব খাটো করার চেষ্টা করে। কাজিরাঙা করিডর প্রকল্প নিয়েও অতীতে আপত্তি তোলা হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বলেও জানান তিনি।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা গৌরব গোগই-কে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা অসমের প্রতিটি বড় উন্নয়নমূলক উদ্যোগের বিরোধিতা করছে। ''যাঁরা কৌশলগত অবকাঠামোর বিরোধিতা করছেন, তাঁরা দেশের স্বার্থে কাজ করছেন না,'' মন্তব্য করেন তিনি।রাজ্য সরকারের এই ঘোষণাগুলি অসমে অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা প্রস্তুতি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তেলঙ্গানায় প্রথম পদক্ষেপ জনসেনার, দাবি পবন কল্যাণের

হায়দরাবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): তেলঙ্গানার পুরসভা নির্বাচনে দুটি আসনে জয়লাভ করে জন্মভূমিতেই প্রথম পদক্ষেপ রাখল জনসেনা পার্টি এমনটাই দাবি করলেন দলের সভাপতি তথা অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ।

রবিবার তিনি নির্বাচিত প্রার্থী আরুরি বিজয়লক্ষ্মী ও আগ্নু সাগরকে অভিনন্দন জানান। বিজয়লক্ষ্মী নালগোন্ডা জেলার নেরেডুচার্লা পুরসভার একটি ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে আগ্নু সাগর মনচেরিয়াল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কর্পোরেটর পদে জয়ী হয়েছেন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে জনসেনা পার্টি মোট ৩৩২টি আসনে প্রার্থী দেয় এবং একটি পুরসভা ও একটি কর্পোরেশনে একটি করে আসনে জয় পায়। পবন কল্যাণ বলেন, ''একটি ছোট বীজ থেকেই যেমন বিশাল গাছের জন্ম হয়, তেমনই তেলঙ্গানায় দলের শক্ত ভিত্তি স্থাপনের সূচনা হয়েছে।''

দলের তেলঙ্গানা ইউনিটের নেতৃত্বের দাবি, পাঁচটি জায়গায় জনসেনা প্রার্থীরা দ্বিতীয় এবং ৪৭টি ওয়ার্ডে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ওয়ার্ডগুলির মধ্যে প্রায় ১৬ শতাংশ (৫৪টি) ক্ষেত্রে শীর্ষ তিন দলের এক বা একাধিক দলকে পিছনে ফেলেছে জনসেনা।

তেলঙ্গানায় বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। বিরোধী শিবিরে রয়েছে ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। জনসেনা বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র অংশ। অন্ধ্রপ্রদেশে দলটি তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) ও বিজেপির সঙ্গে জোট সরকারে রয়েছে।

তবে তেলঙ্গানার পুরসভা নির্বাচনে জনসেনা এককভাবেই লড়েছে, কারণ বিজেপি স্পষ্ট জানিয়েছিল যে তারা কোনও জোটে যাবে না। ১১টি জেলায় প্রার্থী দেয় দলটি। এর মধ্যে নিজামাবাদ জেলায় সর্বাধিক ৪৮ জন, নালগোন্ডায় ৪৬, মহবুবনগরে ৪৪ এবং আদিলাবাদে ৩৯ জন প্রার্থী দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, তেলঙ্গানার ১১৬টি পুরসভা ও সাতটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ১১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি জনসেনা ও বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে পবন কল্যাণের প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল হয়। দলীয় সূত্রে জানানো হয়, সামান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণেই সফর বাতিল করা হয়েছে। যদিও গত ডিসেম্বর মাসে তেলঙ্গানা নিয়ে পবন কল্যাণের কিছু মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের জেরে এই সিদ্ধান্ত কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়ায়।

তেলঙ্গানার সিনেমাটোগ্রাফি মন্ত্রী কোমাটিরেড্ডি ভেঙ্কট রেড্ডি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তেলঙ্গানা সম্পর্কে 'অপমানজনক' মন্তব্যের জন্য ক্ষমা না চাইলে পবন কল্যাণের ছবি রাজ্যে মুক্তি পেতে দেওয়া হবে না। যদিও জনসেনা দাবি করে, তাদের নেতার বক্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অভিযানে ফাঁস অবৈধ সিম বক্স চক্র, গ্রেফতার ১

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সিম বক্স চক্রের পর্দাফাঁস করল পশ্চিমবঙ্গের বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।শনিবার রাজারহাটের হাতিয়ারা এলাকায় একটি আবাসনের পঞ্চম তলার ৫বি নম্বর ফ্ল্যাটে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট হানা দেয়। বাইরে থেকে সাধারণ আবাসিক ফ্ল্যাট মনে হলেও, ভিতরে চলছিল অত্যাধুনিক টেলিকম কারাকলাপ। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে ৯টি সিম বক্স মেশিন, আড়াই হাজারেরও বেশি সক্রিয় সিম কার্ড, একাধিক কী-প্যাড ও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল রাউটিং ও জিএসএম টার্মিনেশনের জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম, রাউটার, কেবল, পাওয়ার ইউনিটসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সামগ্রী।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ফ্ল্যাট থেকে অবৈধভাবে বিদেশ থেকে আসা আন্তর্জাতিক কল ভারতে সংযুক্ত করা হত। অত্যাধুনিক সিম বক্স যন্ত্রের মাধ্যমে বিদেশি ভিওআইপি কলকে স্থানীয় বা দেশীয় কল হিসেবে ভারতীয় নেটওয়ার্কে পাঠানো হত। এর ফলে অবৈধ আন্তর্জাতিক গেটওয়ে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে টেলিকম নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এতে সরকারের বিপুল রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছিল বলে দাবি পুলিশের।

অভিযানের সময় অভিযুক্ত আবির শেখ ওরফে মনিরুল ইসলাম সাজিবকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি সক্রিয় অবস্থায় একাধিক সিম বক্স ডিভাইস পরিচালনা করছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি চক্রে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে বড়সড় আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের যোগ থাকতে পারে। আর্থিক লেনদেনের উৎস, সিম কার্ড সংগ্রহের পদ্ধতি এবং চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, ''এ ধরনের অবৈধ সিম বক্স কার্যকলাপ শুধু টেলিকম রাজস্বের ক্ষতিই করে না, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। গোটা চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে গভীর তদন্ত চলছে।''

দক্ষিণ চেন্নাইয়ের যানজট কমাতে সেন্ট্রাল কৈলাশে এল-আকৃতির উড়ালপুল উদ্বোধন স্টালিনের

চেন্নাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ চেন্নাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সংযোগস্থল সেন্ট্রাল কৈলাশে নতুন এল-আকৃতির উড়ালপুলের উদ্বোধন করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন। রবিবার তিনি উড়ালপুলটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেন এবং সরকারি গাড়িতে করে পরিদর্শনও করেন।

সর্দার পটেল রোড, যা শহরের অন্যতম ব্যস্ত প্রধান সড়ক, আদয়ারকে গিন্ডির সঙ্গে যুক্ত করে। একই সঙ্গে সেন্ট্রাল কৈলাশ মোড় থেকেই শুরু হয়েছে রাজীব গান্ধী রোড (ওল্ড মহাবলীপুরম রোড বা ওএমআর)। দীর্ঘদিন ধরেই এই সংযোগস্থলে চরম যানজট লেগে থাকত, বিশেষত অফিস টাইমে। আইআইটি মাদ্রাজ, আদয়ার ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং ওএমআর-সংলগ্ন আইটি করিডোরমুখী গাড়ির চাপের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠত।

৬০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৬৫২ মিটার দীর্ঘ এই এল-আকৃতির উড়ালপুলটি দু'টি লেনবিশিষ্ট এবং একমুখী যান চলাচলের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে আদয়ার থেকে গিন্ডি এবং রাজীব গান্ধী রোড থেকে গিন্ডিমুখী যানবাহন সেন্ট্রাল কৈলাশের ট্রাফিক সিগন্যাল এড়িয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।

উড়ালপুলটির বিশেষ এল-আকৃতির নকশা সর্দার পটেল রোড ও রাজীব গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে বাঁক নিয়ে তৈরি হয়েছে, যাতে উপরিভাগে যান চলাচল মসৃণ থাকে এবং নীচের স্তরে ক্রস ট্রাফিকে কোনও প্রভাব না পড়ে।রাজ্য সরকারের দাবি, চেন্নাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক করিডরগুলিতে যানজট কমাতে এবং নগর পরিকাঠামো উন্নয়নের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ওএমআর-সহ আশপাশে আইটি পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের দ্রুত প্রসারের ফলে সেন্ট্রাল কৈলাশ এলাকায় যানবাহনের চাপ বহুগুণ বেড়েছে। উড়ালপুল চালু হওয়ায় আইআইটি মাদ্রাজ ও আদয়ার ক্যান্সার ইনস্টিটিউট সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত যাতায়াতকারী যাত্রীদের বড়সড় স্বস্তি মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীদের আশা, এর ফলে যাতায়াতের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং সামগ্রিক সড়ক নিরাপত্তাও উন্নত হবে।

কাটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের কামরায় আগুন, হতাহতের ঘটনা নেই

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশন-এ রবিবার ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের কামরায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। তবে দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় এবং এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ ট্রেন-টি স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেনটি আগের রাতেই প্ল্যাটফর্মে আসে এবং ভোর ৬টা ৫ মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল। ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীরা একটি কামরা থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)-কে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। আগুন লাগা কামরাটি তৎক্ষণাৎ ট্রেন থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এবং জিআরপি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রেল কর্তৃপক্ষও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির উপর নজরদারি করেন।প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে।হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে কাটোয়া স্টেশনে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। কয়েকটি ট্রেন দেরিতে চলেছে এবং কিছু ট্রেনকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে এবং ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।রেল আধিকারিকদের দাবি, বর্ধমান শাখায় ট্রেন পরিষেবায় বড় ধরনের প্রভাব পড়েনি এবং নিকটবর্তী বর্ধমান স্টেশনে স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় ছিল।

এসআইআর: সীমান্তবর্তী ৫ জেলায় 'তালিকাবহির্ভূত' নথি আপলোডের অস্বাভাবিক প্রবণতা চিহ্নিত ইসি

কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি ও আপত্তির শুনানি পর্ব শেষ হয়েছে। সমর্থনকারী পরিচয়পত্রের নথি যাচাই চলবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।এই প্রেক্ষিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি) রাজ্যের পাঁচটি জেলায় 'তালিকাবহির্ভূত' নথি আপলোডের অস্বাভাবিক উচ্চ হার চিহ্নিত করেছে।

ইসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাঁচটি জেলা হল কোচবিহার জেলা, মালদা জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। পাঁচটিই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা, যার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে উপকূলীয় সীমান্তও রয়েছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতরের সূত্রে জানানো হয়েছে, এই পাঁচ জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও তুলনামূলকভাবে কিছু অনিয়ম ধরা পড়েছে, যদিও তা সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মতো নয়।

সূত্রের দাবি, সর্বাধিক 'তালিকাবহির্ভূত' নথি আপলোডের ঘটনা ধরা পড়েছে তথাকথিত 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' ক্ষেত্রে। অন্যদিকে 'আনম্যাপড' ভোটারদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনিয়ম প্রায় নেই বললেই চলে।

'আনম্যাপড' ভোটার বলতে তাঁদের বোঝানো হচ্ছে, যারা 'সেল্ফ ম্যাপিং' বা 'প্রোজেনি ম্যাপিং'-এর মাধ্যমে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও সংযোগ দেখাতে পারেননি। ২০০২ সালেই শেষবার পশ্চিমবঙ্গে ইন্টেনসিভ রিভিশন হয়েছিল। অন্যদিকে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বলতে প্রোজেনি ম্যাপিং চলাকালীন অস্বাভাবিক পারিবারিক তথ্য বা অসংগতির বিষয়কে বোঝানো হচ্ছে।ইসি আগেই জেলা শাসক (ডিএম) ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সতর্ক করেছিল যে, কেবলমাত্র অনুমোদিত ১৩ ধরনের নথিকেই বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবু সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এত বেশি 'তালিকাবহির্ভূত' নথি আপলোড হওয়ায় কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে সূত্রের দাবি।

শুক্রবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ ভার্চুয়াল বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে সিস্টেমে আপলোড হওয়া 'তালিকাবহির্ভূত' নথি ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অপসারণ করতে হবে।রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি। ১ মার্চ থেকে ইসির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ দুই দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসবে এসআইআর-পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। এরপরই চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটসূচি ঘোষণা করা হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত।

ব্রহ্মপুত্রের তলায় তৈরি হবে রেল চলাচল-সক্ষম বিশ্বের দ্বিতীয় আন্ডারওয়াটার টানেল: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ব্রহ্মপুত্র নদের তলায় নির্মিত হতে চলেছে রেল চলাচল-সক্ষম বিশ্বের দ্বিতীয় আন্ডারওয়াটার টানেল। রবিবার এমনই ঘোষণা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, গোহপুর—নুমালীগড় টানেল প্রকল্প উত্তর-পূর্ব ভারতে যোগাযোগ ও কৌশলগত লজিস্টিক ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১৮,৬২২ কোটি টাকার এই প্রকল্পের অধীনে ব্রহ্মপুত্র নদের তলায় নির্মিত হবে টানেলটি, যা একই সঙ্গে সড়ক ও রেল উভয় ধরনের যান চলাচলের উপযোগী করে তৈরি করা হবে।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে উত্তর অসম ও আপার অসমের মধ্যে যাতায়াতের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাও আরও মজবুত হবে বলে তিনি জানান।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, রেল চলাচলের সুবিধাসহ এই ধরনের আন্ডারওয়াটার টানেল বিশ্বে খুবই বিরল। প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

তিনি আরও জানান, বন্যার সময়ও যাতে সারা বছর যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল থাকে, সেই লক্ষ্যেই টানেলটি নির্মাণ করা হচ্ছে। জরুরি পরিষেবা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত চলাচলেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

অন্যদিকে, গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সহজ করতে কামাখ্যা স্টেশন থেকে রোপওয়ে প্রকল্প গড়ে তোলার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় পর্যটনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শহরের যানজট কমাতে গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে জলুকবাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকার একটি রিং রোড নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। এর ফলে শহরের অভ্যন্তরে যানজট কমবে এবং বিমানবন্দরে দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হবে।

এছাড়া বাইহাটা চারিআলি থেকে তেজপুর পর্যন্ত প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকার ব্যয়ে চার লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী, যা মধ্য অসমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক করিডরকে আরও শক্তিশালী করবে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রের সহায়তায় অসমে দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটছে এবং এই প্রকল্পগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও লজিস্টিক হাবে পরিণত করতে রাজ্যকে আরও এগিয়ে দেবে।

রবিবার মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ভক্তদের মধ্যে শিব আরাধনার আয়োজন করা হয়।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে রাহুলের আশঙ্কা 'মিথ্যা', পাল্টা আক্রমণে বিজেপি সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র ধারাবাহিক সমালোচনার জবাবে পাল্টা আক্রমণে নামল বিজেপি। শাসকদলের একাধিক সাংসদ রাহুলের বক্তব্যকে 'ভিত্তিহীন' ও 'মিথ্যা প্রচার' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে একটি 'মনগড়া বয়ান' ছড়াচ্ছে।

রায়বরেলির কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী সম্প্রতি দাবি করেন, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির ফলে দেশের তুলো চাষি ও বস্ত্র রপ্তানিকারীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁর অভিযোগ, এই চুক্তি ভারতের জন্য 'কাঁচা' বা একতরফা হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল বলেন, "এটি রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে যখন ভারত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং বিভিন্ন নির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করছে, তখন বিরোধীরা প্রতিটি ইস্যুতে দেশবাসীকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করছে।"

বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কংগ্রেসের কৌশল হল কৃষকদের বোঝানো যে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভারতের স্বার্থ কোনওভাবেই বিসর্জন দেওয়া হবে না।" তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করাকেই উদ্দেশ্য করেছে।

আরেক বিজেপি সাংসদ যোগেন্দ্র চান্দোলিয়া বলেন, "রাহুল গান্ধীর উচিত কৃষকদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে জেনে তারপর মন্তব্য করা। তিনি জানেন না আলু মাঠে ফলে নাকি কারখানায় তৈরি হয়। কৃষকদের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। রাজনীতির জন্য তিনি উপযুক্ত নন।"

বিজেপি সাংসদদের দাবি, মোদি সরকার কৃষক ও দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তিতেই দেশের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

মহাশিবরাত্রির ভারত-পাক টি২০ ম্যাচকে 'রাম-রাবণ যুদ্ধ'-এর সঙ্গে তুলনা ভিএইচপি মুখপাত্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : মহাশিবরাত্রির দিন অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত-পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ ম্যাচকে 'রাম-রাবণ যুদ্ধ'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনসাল তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও ক্রীড়া মহলে আলোচনা। এক্স-এ করা এক পোস্টে বিনোদ বনসল বলেন, পাকিস্তান আবারও পরাজয়ের মুখোমুখি হবে। আইসিসির কাছে নানা আপত্তি, হুমকি ও প্রতিবাদ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও লেখেন, "আজ মহাশিবরাত্রি। লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন ভগবান শিবের ভক্ত শ্রীরাম অসুরদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তেমনই আজ ক্রিকেটের মহাযুদ্ধ হবে। আজ কি আবার রাম-রাবণ যুদ্ধ দেখতে চলেছি?"

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান কি এ বার হারের আগে ভারতের কাছে ক্ষমা চাইবে না? এমন প্রশ্নও তোলেন তিনি।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ টানাপোড়েন, বয়কটের হুমকি ও কূটনৈতিক বার্তার পর শেষ পর্যন্ত টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি বহাল রয়েছে। এই বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে কলম্বোতে। ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। অসুস্থতার কারণে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে না খেললেও এদিন প্রথম একাদশে ফিরছেন ওপেনার অভিষেক শর্মা। গ্রুপ পর্বে ভারত ও পাকিস্তানদু'দলই তাদের প্রথম দুটি ম্যাচ জিতেছে। ফলে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষস্থান নির্ধারণে এই ম্যাচ কার্যত ফাইনালের রূপ নিতে চলেছে।

মহাশিবরাত্রির মতো পবিত্র তিথিতে এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ ঘিরে আবেগ ও প্রত্যাশা তুঙ্গে। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, এই ম্যাচে জয়ী দল শুধু টুর্নামেন্টে বাড়তি গতি পাবে না, বরং ক্রিকেটের অন্যতম তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'বড়াইয়ের অধিকার'ও কুক্ষিগত করবে।

বাণিজ্য চুক্তিতে কৃষকদের স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত: অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারি : কৃষক স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্র সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই দাবি করে কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গান্ধীনগরে দেশের প্রথম সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি ভিত্তিক পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলিতে কৃষি, দুগ্ধ ও মৎস্য ক্ষেত্রের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এবং তার নেতা রাহুল গান্ধী কৃষকদের বিভ্রান্ত করছেন। তাঁর কথায়, "সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীর কৃষক সুরক্ষার কথা বলা হাস্যকর। কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে দেশকে বিভ্রান্ত করার, আর এখন তারা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে।"

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিটি চুক্তিতে কৃষক, পশুপালক ও মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেছেন। "প্রত্যেকটি চুক্তিতে আপনাদের স্বার্থের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে," দাবি শাহের।

কৃষিক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলে কৃষি বাজেট ছিল ২৬ হাজার কোটি টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে ১ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি, গত এক দশকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের তুলনায় পনেরো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

কৃষকদের আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গে শাহ বলেন, "৭০ বছর ধরে কংগ্রেস ঋণ মকুবের কথা বলেছে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেনি। এখন কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৬ হাজার টাকা পাঠানো হচ্ছে, যাতে তাঁদের ঋণ নিতে না হয়।"

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে দেশের দুগ্ধশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন আশঙ্কারও জবাব দেন তিনি। শাহের দাবি, "সমস্ত চুক্তিতেই দুগ্ধ ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। সরকার এই খাতকে দুর্বল নয়, আরও শক্তিশালী করেছে।"

এ প্রসঙ্গে তিনি রাহুল গান্ধীকে প্রকাশ্য বিতর্কের চ্যালেঞ্জও জানান। তাঁর কথায়, যে কোনও মঞ্চ বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতিও আলোচনায় অংশ নিতে প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথোপকথনের পর আমেরিকার সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা করা হয়। গত মাসেই ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন করে চুক্তির কথা জানায়।

এক সপ্তাহে টিসিএসের বাজারমূল্য কমল ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি, চাপে শীর্ষ সংস্থাগুলি

মুম্বই, ১৫ ফেব্রুয়ারি : শেয়ারবাজারে মন্দার আবহে চলতি সপ্তাহে দেশের শীর্ষ আইটি সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-এর বাজারমূল্য ৯০,১৯৮.৯২ কোটি টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ৯,৭৪,০৪৩.৪৩ কোটি টাকায়। ফলে দেশের শীর্ষ সংস্থাগুলির মধ্যে এ সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে টিসিএস।

এই সময়ে দেশের শীর্ষ ১০ মূল্যবান সংস্থার মধ্যে ছ'টির সম্মিলিত বাজার মূলধন কমেছে ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। দুর্বল বিনিয়োগ মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বাজার সূচকেও। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এর সূচক ৯৫৩.৬৪ পয়েন্ট বা ১.১৪ শতাংশ নেমেছে।

আইটি খাতের আরেক বড় সংস্থা ইনফোসিস-এর বাজারমূল্য ৭০,৭৮০.২৩ কোটি টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৫৫,২৮৭.৭২ কোটি টাকায়। আইটি শেয়ারে ব্যাপক পতনের জেরে সামগ্রিক বাজারও চাপে পড়ে।

বেসরকারি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও ধাক্কা লেগেছে। এইচডিএফসি ব্যাংক-এর বাজারমূল্য কমেছে ৫৪,৬২৭.৭১ কোটি টাকা, বর্তমানে তাদের মূল্য ১৩,৯৩,৬২১.৯২ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর বাজারমূল্য কমেছে ৪১,৮৮৩ কোটি টাকা, যা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৯,২১,৪৭৫.৭৯ কোটি টাকায়।

ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর মূল্য কমেছে ২৩,৯৭১.৭৪ কোটি টাকা (বর্তমান মূল্য ৫,৪৬,২২৬.৮০ কোটি টাকা)। একইভাবে ভারতী এয়ারটেল-এর বাজারমূল্য কমেছে ১৯,২৪৪.৬১ কোটি টাকা, মোট মূল্য ১১,৪৩,০৪৪.০৩ কোটি টাকা।

তবে সব সংস্থাই ক্ষতির মুখে পড়েনি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর বাজারমূল্য বেড়েছে ১,২২,২১৩.৩৮ কোটি টাকা, যা বেড়ে হয়েছে ১১,০৬,৫৬৬.৪৪ কোটি টাকাশীর্ষ সংস্থাগুলির মধ্যে এটিই এ সপ্তাহে সবচেয়ে বড় লাভ। এছাড়া বাজাজ ফাইন্যান্স-এর মূল্য বেড়েছে ২৬,৪১৪.৪৪ কোটি টাকা (৬,৩৭,২৪৪.৬৪ কোটি টাকা)। ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুব্রো-এর বাজারমূল্য বেড়ে হয়েছে ৫,৭৪,০২৮.৯৩ কোটি টাকা। আইসিআইসিআই ব্যাংক-ও ৫,৭১৯.৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,১১,৯৭৮.৭৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।সাপ্তাহিক পতন সত্ত্বেও দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সংস্থা হিসেবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ। তার পরেই রয়েছে যথাক্রমে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, ভারতী এয়ারটেল, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, টিসিএস, বাজাজ ফিনান্স, লারসেন অ্যান্ড টুবরো, ইনফোসিস এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া।

মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির নামে কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: কেন্দ্রকে ৫ প্রশ্ন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি : ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার তিনি দাবি করেন, মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির নামে দেশের কৃষকদের সঙ্গে "বিশ্বাসঘাতকতা" করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র কাছে পাঁচটি "সহজ" প্রশ্নের সরাসরি জবাব চান।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কংগ্রেস সাংসদ চুক্তি সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন, যা শুধু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণই নয়, স্পষ্ট ব্যাখ্যাও দাবি করে বলে তাঁর মত।

রাহুলের অভিযোগ, এই চুক্তির ফলে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফসল, বিশেষত সয়া চাষি এবং দুগ্ধ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাঁর প্রশ্ন, "ডিডিজি আমদানি বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে? এর মানে কি আমেরিকার জিএম ভুট্টা থেকে তৈরি ডিস্টিলার্স গ্রেন ভারতীয় গবাদিপশুকে খাওয়ানো হবে? তাহলে কি আমাদের দুগ্ধ শৃঙ্খল কার্যত মার্কিন কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে না?"

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নে তিনি সয়া তেল ও ডাল আমদানির সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। "যদি জিএম সয়া তেল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ দেশের সয়া চাষিরা কীভাবে আর একটি মূল্য-আঘাত সামলাবেন?" প্রশ্ন তোলেন তিনি।

রাহুল আরও জানতে চান, "অতিরিক্ত পণ্য বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? ভবিষ্যতে কি ডাল ও অন্যান্য সংবেদনশীল ফসলকেও ধীরে ধীরে মার্কিন আমদানির জন্য খুলে দেওয়ার চাপ তৈরি হবে?"

এছাড়া 'নন-ট্রেড ব্যারিয়ার' বা অ-বাণিজ্যিক বাধা অপসারণের অর্থ কী, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, "ভারতকে কি জিএম ফসল নিয়ে নিজের অবস্থান নরম করতে বাধ্য করা হবে? ভবিষ্যতে কি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও বোনাস ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়বে?"

কৃষকদের সুরক্ষার দাবি জানিয়ে রাহুল বলেন, "একবার এই দরজা খুলে গেলে প্রতি বছর তা আরও বড় হবে না, তার নিশ্চয়তা কী? প্রতিটি আলোচনায় কি নতুন নতুন ফসলকে চুক্তির আওতায় আনা হবে?"

মোদী সরকার মার্কিন চাপে নতি স্বীকার করেছে এই অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, "এটি শুধু আজকের বিষয় নয়। প্রশ্ন হল, আমরা কি অন্য একটি দেশকে ভারতের কৃষি ব্যবস্থার ওপর দীর্ঘমেয়াদি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দিচ্ছি?"

কারাবন্দি ইমরান খানের চোখের সমস্যায় মেডিক্যাল টিম গঠনের নির্দেশ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: কারাবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান-এর গুরুতর দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের খবর সামনে আসার পর তাঁর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হস্তক্ষেপ করল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আদালত কর্তৃপক্ষকে একটি বিশেষ মেডিক্যাল টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছে, যা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রধানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইমরান খানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ৮৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আদালত আইনজীবী সালমান সাফদারকে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ করে তাঁকে জেলে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত অক্টোবর থেকেই ইমরান খান চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে যাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। সম্ভবত রক্ত জমাট বাঁধার (ব্লাড ক্লট) কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। অভিযোগ, তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে শুধু চোখের ড্রপ দেওয়া হয়, কিন্তু নিয়মিত রক্তপরীক্ষা বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের দিয়ে পরীক্ষা করানোর আবেদনও নাকচ করা হয় বলে প্রতিবেদনে দাবি।

ফলে সময়মতো চিকিৎসা পেলে যে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনা যেত, তা এখন হঠাৎ করেই এক চোখে প্রায় সম্পূর্ণ দৃষ্টিহানির কারণ হয়েছে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকদের মতে, এ ধরনের ক্ষেত্রে দেরিতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা স্থায়ী ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ায়। আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি বিশেষ সুবিধা দেওয়া বা না দেওয়ার প্রশ্ন নয়; কারাবন্দিদের উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেলও আদালতে স্বীকার করেছেন যে বন্দিদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য।

ঘটনাটি নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, কারণ ইমরান খান শুধু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীই নন, একটি বড় রাজনৈতিক দলের প্রধানও। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর আগে আসিফ আলী জারদারি এবং নওয়াজ শরীফ-এর মতো নেতাদের কারাবাসের সময় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে মানবিক ও চিকিৎসাজনিত কারণে বিদেশে যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল।

পর্যবেক্ষকদের মতে, একই মানদণ্ড এ ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক মতপার্থক্য বন্দির চিকিৎসার অধিকারে প্রভাব ফেলতে পারে না। আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক বন্দিই সময়মতো ও উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারী।

পুণ্ডী বাড়িতে সেমিনার

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি দু'দিনব্যাপী উদ্যানজাত ফসলের চাষ বিষয়ে রাজ্যস্তরীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুণ্ডী বাড়িতে। গুঞ্জঙ্গছ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের অর্থানুকূল্যে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, কুচবিহারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দেবব্রত বাসু, যুগ্ম উদ্যানপালন অধিকর্তা ড. সমরেন্দ্র নাথ খাঁড়া, নিয়ামক ড. প্রদ্যুৎ পাল, অধ্যাপক রঞ্জিত চ্যাটার্জী, অধ্যাপক প্রভাত কুমার পাল,
অধ্যাপক সৌমেন মৈত্র, ড.শংকর সাহা প্রমুখ। প্রযুক্তিগত আলোচনায় প্রশ্নোত্তর সহ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা চলে। সেমিনার শেষে অংশগ্রহণকারী ১২০জন মহিলা, পুরুষ চাষির হাতে উন্নত জাতের সুপারি ও গোল মরিচের চারা তুলে দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের কটাক্ষ সত্ত্বেও বাস্তবে রূপ নিচ্ছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রবিবার দাবি করেছেন, তাঁর সরকারের ঘোষিত একাধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকাঠামো প্রকল্প প্রথমদিকে কংগ্রেসের কটাক্ষের মুখে পড়লেও এখন সেগুলিই বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। তাঁর কথায়, এটি রাজ্যের উন্নয়নের গতিপথে একটি "নির্ণায়ক পরিবর্তন"-এর ইঙ্গিত।

নগাঁওয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজিরাঙা উড়াল করিডর, সুড়ঙ্গ নির্মাণ এবং মোরানে জাতীয় সড়ককে জরুরি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের মতো প্রকল্প ঘোষণার সময় বিরোধীরা তাঁকে উপহাস করেছিল। "আমি যখন কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডর, সুড়ঙ্গ এবং মোরানে হাইওয়েতে বিমান নামানোর কথা বলেছিলাম, তখন তারা হাসাহাসি করেছিল," বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিরোধী নেতারা তাঁর ঘোষণাকে অবাস্তব বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "মুখ্যমন্ত্রী রাতে যা স্বপ্ন দেখেন, দিনে তাই বলেন।" সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে শর্মা জানান, তাঁর সরকার ধারাবাহিকভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে এবং অসমে নজিরবিহীন পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "রাস্তা ছাড়াও এবার আমি বলছি, ব্রহ্মপুত্রের ওপরেও বিমান নামবে," ইঙ্গিত দেন ভবিষ্যৎ পরিবহণ ও জরুরি পরিষেবার নতুন সম্ভাবনার দিকে। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন রাজ্যে শাসন করেও কংগ্রেস বড় আকারের পরিকাঠামো প্রকল্প কল্পনা বা বাস্তবায়ন করতে পারেনি, যেখানে বর্তমান সরকার সাহসী পরিকল্পনা ও দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কাজিরাঙা এলিভেটেড করিডর ও মোরানের ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি (ইএলএফ)-এর মতো প্রকল্প প্রমাণ করছে যে কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও দুর্যোগ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জের জন্য অসমকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। বন্যাপ্রবণ রাজ্যে সংযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা, পর্যটন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। "অসম আর প্রচলিত চিন্তাধারায় আবদ্ধ নয়। আমরা বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তুলছি," বলেন শর্মা। সমালোচনা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎমুখী চিন্তা ও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়াই সরকারের নীতি বলে জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মানুষ এখন মাটিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখছেন, সেটিই সরকারের কাজের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। উন্নয়নের গতি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে এবং ফলাফলের মাধ্যমেই অসমের রূপান্তরের গল্প লেখা হবে, বক্তব্য তাঁর।

বহুদলীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত, তবে শাসনের কঠিন পরীক্ষায় বিএনপি: রিপোর্ট

ঢাকা/নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বহু বছর পর "প্রকৃত বহুদলীয় রাজনীতিতে" প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে বিপুল জয় পাওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র সামনে এখন শাসনের কঠিন পরীক্ষা এমনটাই জানানো হয়েছে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে।

'বাংলাদেশের রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং আগামীর পথ' শীর্ষক এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক শান্তি অধ্যয়ন কেন্দ্র। এতে বলা হয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয় পেয়ে বিএনপি এখন দুর্নীতির অভিযোগ, সংখ্যালঘুদের আস্থা পুনর্গঠন, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উদ্বেগ এবং বাড়তে থাকা যুব বেকারত্বের মতো জটিল বিষয়গুলির মোকাবিলায় বাধ্য হবে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফেরানো, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিতর্কিত বাণিজ্য চুক্তিগুলির ব্যবস্থাপনা অবিলম্বে অগ্রাধিকার পাবে। মনোহর পর্রিকর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের গবেষক স্মৃতি এস. পট্টনায়ক লিখেছেন, "বিএনপির 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েন, স্থগিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং আসন্ন জলবণ্টন আলোচনা এই প্রেক্ষাপটে পরীক্ষার মুখে পড়বে।"

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে ১৯৯৬, ২০১৪ ও ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক আস্থার পুনর্গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও ২০১৮ সালের নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে বহুদলীয় ছিল, তা নিয়ে কারচুপির অভিযোগ ওঠে।

এই রাজনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে গণভোট, যা 'জুলাই চার্টার' নামে পরিচিত। মোট ৭ কোটি ৬ লাখ ৪০ হাজার ৫৬টি ভোটের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯টি (৬৮.১ শতাংশ) প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে, বিপক্ষে পড়ে ৩১.৯ শতাংশ ভোট।ঘোষিত ফল অনুযায়ী, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২৯৭টি আসনের মধ্যে ২১২টিতে জয় পেয়েছে। জামায়াত ৭৭টি আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দিতে চলেছে। কিছু নীতিগত প্রশ্নে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে মতভেদ থাকায় ভবিষ্যতে সেই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিএনপিকে ঘিরে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও ছোট ব্যবসা দখলের অভিযোগের ধারণা ভাঙতে হবে। যদিও দলটি প্রায় ৭,০০০ সদস্যকে দুর্নীতির অভিযোগে বহিষ্কার করেছে, তবুও বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা স্বৈরাচারী আচরণ ও সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি এড়াতে হবে।

নাবালকের সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা

● প্রথম পাতার পর

পলাতক রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি অভিযান চলছে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিবেকানন্দ মাঠে

● প্রথম পাতার পর

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজিত রায়ের প্রভাব খাটিয়ে শিলচরের বাসিন্দা তথা ইউনিভার্সাল এক্সপো-র মালিক রাজ চৌধুরীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

এ বিষয়ে সংস্থার কর্মকর্তারা সচিবালয়ে গিয়ে দপ্তরের সচিব পিকে চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের অভিযোগ, সমস্যার সমাধান না করে তাঁদের 'বহিরাগত' আখ্যা দিয়ে অপমানজনক আচরণ করা হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যে বাইরের বিনিয়োগকারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে ন্যায়বিচারের দাবিতে শেষ পর্যন্ত সংস্থাটি ত্রিপুরা হাইকোর্ট-এর দ্বারস্থ হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

এপ্রিলেই কার্যকর

● প্রথম পাতার পর

সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

গত বছরের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যৌথভাবে এই পারস্পরিক লাভজনক চুক্তির সফল সমাপ্তির ঘোষণা করেন। টেলিফোনে আলোচনার পর চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়।

এফটিএ-র পাশাপাশি, যুক্তরাজ্যে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় একটি 'ডাবল কন্টিবিউশন কনভেনশন'-ও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাজ্যে অস্থায়ীভাবে কর্মরত ভারতীয় কর্মী ও তাঁদের নিয়োগকর্তাদের তিন বছরের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অনুদান (সোশ্যাল সিকিউরিটি কন্টিবিউশন) দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এতে ভারতীয় পরিষেবা প্রদানকারীরা আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবেন।

পরিষেবা ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), আর্থিক পরিষেবা, পেশাদার পরিষেবা, অন্যান্য ব্যবসায়িক পরিষেবা ও শিক্ষা পরিষেবায় বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, স্কচ হুইস্কির ওপর শুল্ক ১৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭৫ শতাংশ করা হবে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে তা ধাপে ধাপে ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি, কোটা-ভিত্তিক ব্যবস্থায় পাঁচ বছরে গাড়ির আমদানি শুল্ক সর্বোচ্চ ১১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে আনা হবে। এর বিনিময়ে বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে ভারতীয় নির্মাতারা যুক্তরাজ্যের বাজারে কোটা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার পাবেন।

ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

একেক সময়

● প্রথম পাতার পর

অর্জন করছে। সরকারের লক্ষ্য, সকল সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। তবে কিছু মহল ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে।

১২৩টি এডিসি ভিলেজ গঠন নিয়ে আইনি জটিলতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিষয়টি আইনসম্মত নয় বলে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর মত প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, একেক সময় একেক ধরনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।

এছাড়াও জনজাতি যুব সমাজকে মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে শিরায় মাদক গ্রহণের ফলে এইডসসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা ও সামাজিক উদ্যোগ প্রয়োজন বলে দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জনজাতি এলাকার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দের চেয়েও বেশি অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। অবকাঠামো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অতীতে বিভাজনের রাজনীতি রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সত্তরের দশকে অস্থিরতার পরিবেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, যার প্রভাব বহু বছর ধরে পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, জনজাতিদের দীর্ঘদিন ধরে কেবল ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার মানেই উন্নয়ন। তাই জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

দামছড়া জনজাতি ছাত্রী নিবাসের খাদ্যমান নিয়ে কড়া

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে এবং কাজও চলছে। মন্ত্রীর কথায়, "শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল না হলে মনোযোগ নষ্ট হয়। মনোযোগ হারালে স্বপ্ন ভেঙে যায়। তাই অবকাঠামো উন্নয়ন এখন অগ্রাধিকার।"শুধু নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি। হোস্টেলের খাবারের মান যাচাই করতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে সকালের ডাল-ভাত-সবজি গ্রহণ করেন। উপস্থিতদের মতে, সেই মুহূর্তে তিনি মন্ত্রী ননবরং সহপাঠীর মতো করেই কথা বলতে বলতে খাবার সেরেছেন।

খাদ্য বরাদ্দ প্রসঙ্গে তিনি জানান, সিপিআই(এম) আমলে হোস্টেল পড়ুয়াদের প্রতিদিনের খাবারের বরাদ্দ ছিল ৪০ থেকে ৪৫ টাকার মধ্যে। বর্তমানে বিজেপি সরকারের সময় তা ধাপে ধাপে বেড়ে ১০০ টাকায় পৌঁছেছে। তাঁর দাবি, "জনজাতি ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হলে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেএই সচেতনতা অতীতে অনেকেই চাননি।"তবে রাজনৈতিক বক্তব্যের মাঝেও এক বার্তা স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী"শিক্ষার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ নয়, শিক্ষা হোক সকলের জন্য।"দামছড়ার এই রবিবার সকালের দৃশ্য তাই কেবল প্রশাসনিক পরিদর্শন নয়, বরং শিক্ষা-পরিকাঠামো ও পুষ্টিএই দুই স্তম্ভে ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতির পুনরুচ্চারণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল।

ত্রিপুরা রাজ্য 'গাহস্থ' সাধু, গুরু, বৈষ্ণব মহামন্ডলী কমিটির নতুন কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা রাজ্য 'গাহস্থ' সাধু, গুরু, বৈষ্ণব মহামন্ডলী কমিটির উদ্যোগে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ননিগোপাল গোস্বামী এবং সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অনিল গোস্বামী। এছাড়াও কমিটির অন্যান্য পদাধিকারীদের নামও ঘোষণা করা হয়।

নবনির্বাচিত নেতৃত্ব সংগঠনের আদর্শ ও কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁরা জানান, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও নৈতিক মূল্যবোধ জোরদার করাই কমিটির মূল লক্ষ্য।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়, নতুন কমিটির নেতৃত্বে আগামী দিনে কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও গতিশীল হবে।

সি কে নাইডু ট্রফি : অন্ধ্রের কাছেও আত্মসমর্পণ, ইনিংসে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লড়াকু মেজাজ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা। একদিনেই ২ ইনিংসের ব্যাটিং আস্ফালন থামিয়ে নিতে বাধ্য হল ত্রিপুরা। বিগত ম্যাচের মতোই ইনিংসে পরাজয় স্বীকার করে এখন ঘরে ফেরার টিকিট কেটে নিয়েছে ত্রিপুরার অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট দল। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে এলিট সি গ্রুপের খেলা শেষ করে নিয়েছে ত্রিপুরা। অন্তিম ম্যাচে অনেকটা প্রত্যাশিত ভাবেই অন্ধ্র ইনিংস সহ ১৩১ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করেছে। সপ্তজিতের ব্যাটে সেঞ্চুরি এসেছে, এটাই রাজ্যের জন্য বড় খবর। সরাসরি পরাজয় আর ইনিংসে হার সেগুলো এখন ট্র্যাডিশনাল রূপ নিয়েছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৩ জাতীয় ক্রিকেটের। মুলাপাড়োতে ডিভিআর গ্রাউন্ডে শুক্রবারে শুরু হওয়া ম্যাচে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপ সরকার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে অন্ধ্র দিনভর ৯০ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে অন্ধ্র আরও ৩৬ ওভার খেলে অবশিষ্ট সাত উইকেট হারিয়ে ২১১ রান যোগ করে ৫৬৯ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক তথা ওপেনার হেমন্ত রেড্ডির ৬৬ রান, রেভান্ত রেড্ডির ১৮৫ রান, অভিনভ-র ৭০ রান এবং জয়ন্ত-এর বাহান্ন রান উল্লেখযোগ্য। সুমিতের ৪৭ রান এবং প্রসাদের ৪৬ রানও দলের বড় স্কোরের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরা দলের বোলার রাজদীপ দত্ত ১৩৮ রানে পাঁচটি এবং দ্বিপেন বিশ্বাস ১৫৩ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। অমিত আলী পেয়েছিল একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দল দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়েছিল। ইতোমধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপেনার আরমান হোসেন ২৪ রানে আউট হলেও সপ্তজিৎ দাস ৯৪ রানে এবং পারভেজ সুলতান ছয় রানে উইকেটে ছিল। মাঝে সাহিল সুলতান ৫৫ রানে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফিরেছিলেন ৮৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৫ রান সংগ্রহ করে। আজ রবিবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে রাজ্য দল প্রথম ইনিংস টেনে ২৮৬ রানে পৌছাতে সক্ষম হয়। ফলোঅনে পুনরায় ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সদের মধ্যে যেন সাজঘরে ফেরার ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ৩৩ ওভার ১ বল খেলে ১৫২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। প্রথম ইনিংসে সুমিতের এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হেমন্ত কুমার ও দীপকের বোলিং দাপটে ত্রিপুরা দল বেশি দূর এগুতে পারিনি। প্রথম ইনিংসে সপ্তজিৎ দাসের দুর্দান্ত ১০৩ রান উল্লেখযোগ্য। সপ্তজিৎ ১১৮ বল খেলে ১০টি বাউন্ডারি ও ৪টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৩ রান পায়। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রিয়াংশ মিত্র দারুন ব্যাটিংয়ের নজর রেখেছে ৫২ বলে সাতটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫১ রান সংগ্রহ করে। তন্ময় দাস পেয়েছে ৩৩ রান। অন্ধ্রের সুমিয প্রথম ইনিংসে পাঁচটি, হেমন্ত কুমার দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ রানে চারটি এবং দীপক ৪৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে।

ভারত-পাক ম্যাচের আগে বিতর্কে বাংলাদেশ ! শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল, মাঠে যাবেন না বিসিবি সভাপতি, শুধু শাহ-নকভি বৈঠক

শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলাল বাংলাদেশ।

রবিবার কলম্বোয় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে হাজির থাকছেন না সে দেশের বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম বা অন্য কোনও কর্তা।

ফলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা আর হচ্ছে না। তবে পাকিস্তান বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের প্রথম বার বৈঠক হতে চলেছে।

শনিবার 'ক্রিকবাজ' ওয়েবসাইটে এই খবর জানিয়েছেন বিসিবি-র একাধিক কর্তা। কুয়েতে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠকের পর কলম্বো না গিয়ে ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমিনুল। বিসিবি-র আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতিকার রহমান বলেছেন, "আমার সঙ্গে আমিনুলের কথা হয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু বিশ্বকাপে নেই তাই উনি বললেন, 'ওখানে শুধু ম্যাচ দেখার জন্য যাব কেন'? তাই উনি যেতে চাইছেন না। হয়তো আগে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। পরে বুঝতে পারেন বাংলাদেশ যেহেতু খেলছে না তাই কলম্বোয় যাওয়া অর্থহীন।"

উল্লেখ্য, দু'দিন আগে আমিনুল 'প্রথম আলো'কে বলেছিলেন, "আইসিসি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইসিসি-র প্রধান পাঁচ সদস্য এশিয়ার দেশগুলিই (ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান)।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আইসিসি চায়, এশিয়ার পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিই উপস্থিত থাকুক, একসঙ্গে ম্যাচ দেখুক এবং একে অপরের সঙ্গে কথা বলুক। আপনারা বলতে পারেন, এটা বরফ গলারই একটা প্রক্রিয়া।"

এ দিকে, রবিবার প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে হাজির থাকার কথা নকভির। তিনি জয় শাহ-সহ আইসিসি-র কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাকিস্তানের বয়কট নিয়ে দু'তরফে যে মতান্তর হয়েছিল তা সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। পাকিস্তান সুপার লিগের সিইও সলমন নাসির এবং সিওও সুমেইর আহমেদেরও সঙ্গে থাকার কথা।

সংবাদ সংস্থাকে এক সূত্র বলেছেন, "শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে বাকি বোর্ডগুলির কর্তাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে নকভি যাচ্ছেন আইসিসি-র কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে সম্পর্কের বরফ গলাতে।"

ওই সূত্র এ-ও জানিয়েছেন, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে দেখা করেন নকভি। সেখান থেকে অনুমতি পেয়েই কলম্বো যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সহজ জয় মেয়েদের, প্রথম টি২০ জিতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু ভারতের

জুন মাসে ইংল্যান্ডের মাটিতে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার প্রস্তুতি শুরু করে দিল ভারতীয় দল। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ২১ রানে জিতল তারা। ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে বেথ মুনি, অ্যাশলি গার্ডনারদের হারিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানারা। প্রথমে ব্যাট করে ১৮ ওভারে ১৩৩ রানে অল আউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। বল হাতে দাপট দেখালেন অরুন্ধতী রেড্ডি। বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে এগিয়ে ছিল ভারত। শেষ পর্যন্ত সেটাই জয়ের ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়।

টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত। তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত করেন ভারতের বোলারেরা। অস্ট্রেলিয়া শুরুতে হাত খুলে খেললেও পাওয়ার প্লে-র মধ্যে দুই উইকেট হারায়। প্রথম ধাক্কা দেন রেণুকা সিংহ ঠাকুর। বেথ মুনিকে ৫ রানের মাথায় ফেরান তিনি। পরের ওভারে জর্জিয়া ভল (১৮) আউট হন ক্রান্তি গৌড়ের বলে।

তৃতীয় উইকেটে এলিস পেরি ও ফিবি লিচফিল্ডের মধ্যে জুটি হয়। ভাল খেলছিলেন তাঁরা। সেই জুটি ভাঙেন অরুন্ধতী। তাঁর বল মিড অনের উপর দিয়ে মারার চেষ্টা করেন পেরি। কিন্তু ব্যাটে-বলে হয়নি। বল হাওয়ায় ওঠে। পিছন দিকে বেশ খানিকটা দৌড়ে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরেন হরমনপ্রীত। ২০ রান করেন পেরি। পরের ওভারে অ্যাশলি গার্ডনারকে (৪) আউট করেন দীপ্তি শর্মা। তার পরের ওভারে লিচফিল্ডকে (২৬) আউট করেন অরুন্ধতী। তিন ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।জর্জিয়া ওয়্যারহ্যাম ও নিকোলা ক্যারে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস সামলান। তাঁদের ব্যাটে অস্ট্রেলিয়ার রান ১২০ পার হয়। ৩০ রানের মাথায় অরুন্ধতীর বলে ওয়্যারহ্যাম আউট হওয়ার পর ধস নামে অসি ব্যাটিংয়ে। ১২ রানের মধ্যে শেষ ৫ উইকেট হারায় তারা। ১৮ ওভারে ১৩৩ রানে অল আউট হয়ে যায় পুরো দল। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে অরুন্ধতী ৪ ওভারে ২২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। ২ করে উইকেট রেণুকা ও শ্রী চরণির দখলে। ১ করে উইকেট নিয়েছেন ক্রান্তি ও দীপ্তি।

১৩৪ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে হাত খোলা শুরু করেন শেফালি বর্মা। বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় রান বাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেটা করতে গিয়ে ১১ বলে ২১ রানে আউট হন শেফালি। জেমাইম রদ্রিগেজও নেমে তিন বলের মধ্যে দু'টি চার মারেন। ৫.১ ওভারে ভারতের রান ছিল ১ উইকেটে ৫০। ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি শুরু হয়। আর থামেনি। মন্ধানা ১৭ বলে ১৬ ও জেমাইমা ৩ বলে ৯ রানে অপরাজিত ছিলেন। টি-টোয়েন্টিতে অন্তত পাঁচ ওভার না হলে খেলার ফয়সালা হয় না। ভারতের ইনিংসের ৫.১ ওভার হয়েছিল। সেই সময় ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ২১ রানে এগিয়ে ছিল তারা। আর খেলা শুরু না হওয়ায় সেই রানেই ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত।

সুদীপের শতরানে লড়াই বাংলার, রঞ্জি সেমিফাইনালে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ব্যর্থ ব্যাটিং, পাড়িক্কল-রাহুলের শতরানে স্বস্তিতে কর্নাটক

রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত ব্যাটিং করতে পারল না বাংলা। প্রথম সারির তিন ব্যাটার ব্যর্থ হলেন প্রথম ইনিংসে। প্রথম দিনের খেলার শেষে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দলের রান ৫ উইকেটে ২৪৯। ১৩৬ রান করে অপরাজিত রয়েছেন সুদীপ ঘরামি। তিনি এক দিক আগলে না রাখলে আরও খারাপ হত বাংলার অবস্থা। অন্য সেমিফাইনালে শতরান করেছেন কর্নাটকের লোকেশ রাহুল এবং দেবদত্ত পাড়িক্কল।

টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক পরশ দোগরা। কল্যাণীর চেনা ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেলেও শুরুটা ভাল করতে পারেনি বাংলা। দিনের দ্বিতীয় ওভারেই আউট হয়ে যান সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। পরিস্থিতি সামাল দেন অন্য ওপেনার ঈশ্বরণ এবং তিন নম্বরে নামা সুদীপ। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা তোলেন ৮৫ রান। ৪৯ রানে আউট হয়ে যান বাংলার অধিনায়ক। তার পর আবার চাপে পড়ে যায় বাংলা। রান পেলেন না চার নম্বরে নামা সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (০) এবং পাঁচ নম্বরে নামা অনুষ্টুপ মজুমদার (১৪)। চাপের মুখেও ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রাখেন সুদীপ। কোয়ার্টার ফাইনালে ২৯৯ রানের ইনিংস খেলার পর সেমিফাইনালেও দলকে ভরসা দিচ্ছেন সিউড়ির তরুণ। তাঁর অপরাজিত ১৩৬ রানের ইনিংসে রয়েছে ১৯টি চার এবং ১টি ছয়। ছ'নম্বরে নেমে শাহবাজ আহমেদ করেন ৪২। তিনি বাংলার ইনিংসের ৮০তম ওভারে আউট হওয়ার পর দিনের খেলা শেষ বলে ঘোষণা করেন আম্পায়ারেরা।

জম্মু-কাশ্মীরের বোলারদের মধ্যে সফলতম সুনীল কুমার ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। আকিব নবি ৪৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৮০ রানে ১ উইকেট আবিদ মুস্তাক। অন্য সেমিফাইনালে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ভাল জায়গায় কর্নাটক। প্রথম দিনের শেষে পাড়িক্কলের দলের রান ২ উইকেটে ৩৫৫। কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেমিফাইনালেও শতরান করলেন রাহুল। ১১টি চার এবং ৫টি ছয়ের সাহায্যে ১৪১ রান করেন। ব্যর্থ অন্য ওপেনার ময়াঙ্ক আগারওয়াল (৫)। তিন নম্বরে নেমে শতরান করেছেন পাড়িক্কলও। দিনের শেষে তিনি ১৪৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে রাহুলের সঙ্গে কর্নাটক অধিনায়ক তুলেছেন ২৭৮ রান। পাড়িক্কলের ব্যাট থেকে এসেছে ১৬টি চার এবং ২টি ছয়। দিনের শেষে তাঁর সঙ্গে ২২ গজে রয়েছেন করুণ নায়ার (অপরাজিত ৩৭)। উত্তরাখণ্ডের আদিত্য রাওয়াত ৭৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ছিটকে গেল আরও একটি দেশ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে চলে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রবিবার নেপালকে ৯ উইকেটে হারাতেই পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত করল তারা। একই সঙ্গে বিদায় নিল নেপাল।

এই ম্যাচ জেতায় তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সি গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডের তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। স্কটল্যান্ডের তিন ম্যাচে ২ এবং ইটালির দু'ম্যাচে ২ পয়েন্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ ম্যাচে ইটালির কাছে হারলেও তাদের সুপার এইটে যাওয়া আটকাবে না।

নেপাল তিনটি ম্যাচ খেলে তিনটিতেই হারল। তারা শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারালেও তাদের পক্ষে পরের রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব হবে না। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে নেপাল প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৩ রান করে। জবাবে ১৫.২ ওভারে ১ উইকেটে হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ক্যারিবিয়ানরা।

কুশল ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্সের (মালঞ্চ নিবাস) সিন্থেটিক কোর্টে আয়োজিত ২২তম কুশল ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে দি মুকুট পেয়েছে বেঙ্গল (পশ্চিমবঙ্গ)। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এ প্রতিযোগিতা শেষে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায় সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

পদ্মজং শিল্ডের ফাইনাল কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, টানটান উত্তেজনা আর শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা সব মিলিয়ে রবিবাসরীয় কৈলাসহর দেখল এক হাই-ভোল্টেজ সেমিফাইনাল। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পদ্মজং শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নেরোকা এফসি-কে ১—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করল মনিপুউরের ট্রাউ এফসি।আগামী মঙ্গলবার ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে তারা মাঠে নামবে রেংদাই এফসি-র বিরুদ্ধে।এদিন সাদা জার্সিধারী ট্রাউ এবং কমলা জার্সির নেরোকার মধ্যে শুরু থেকেই ছিল সমানে সমান টক্কর।আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে খেলা জমে উঠলেও গোলমুখ খুলতে হিমশিম খাচ্ছিল দুই দলই। প্রথমার্ধের শুরুর দিকেই হ্যান্ডবলের অপরাধে নেরোকার ১০ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি বিপ্লব সিং।বিরতির আগে ট্রাউয়ের একটি দূরপাল্লার শট নেরোকা গোলরক্ষক অসামান্য দক্ষতায় রুখে দেন। পাল্টা আক্রমণে নেরোকাও সুযোগ তৈরি করেছিল, তবে বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া জোরালো শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে গোলশূন্য অবস্থাতেই প্রথমার্ধ শেষ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি আরও বাড়ে। দু'দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে, ঠিক তখনই ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে ঝলক দেখান ট্রাউয়ের ৯ নম্বর জার্সিধারী তারকা আফ্রিদি। বাম প্রান্ত ধরে গড়ে ওঠা এক চমৎকার আক্রমণ থেকে নিখুঁত পাস পান তিনি। ঠাণ্ডা মাথায় জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে দলকে ১—০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন এই স্ট্রাইকার।শেষ বাঁশি বাজতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে ট্রাউ শিবির। ম্যাচজয়ী গোল করে স্বাভাবিকভাবেই "ম্যান অফ দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হয়েছেন আফ্রিদি।এই জয়ের ফলে আগামী মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হবে ট্রাউ এফসি ও রেংদাই এফসি। শিরোপা কার হাতে উঠবে, তা নিয়ে এখন থেকেই ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে শুরু হয়েছে প্রবল উত্তেজনা।মাঠে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

আগরতলা প্রেসক্লাব প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেটের জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি রবিবার সাংবাদিক সদস্য খেলোয়াড়দের মধ্যে এক দিবসীয় এপিএল অর্থাৎ আগরতলা প্রেসক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজ, রবিবার দুপুরে অধিকাংশ খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত লটারির মাধ্যমে চারটি পৃথক পৃথক দল গঠন করা হয়েছে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি রবিবার এক দিবসীয় প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দিনে দুজন প্রাক্তন ক্রিকেটার

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ আজ থেকে মোহনপুর - বিসিসি মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (সোমবার) থেকে। মোহনপুর সাব ডিভিশনের টিম খেলবে শহরের বনেদি বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে।

প্রায় দেড় মাস ধরে আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের গ্রুপ লীগের পর প্রি-কোয়াটার ফাইনাল এবং অতঃপর কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল শেষে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ফাইনাল ম্যাচ। বলাবাহুল্য, দুই দলের তুল্য মূল্য বিচারে বিশেষ করে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মোহনপুর এক ধাক এগিয়ে। কেননা মোহনপুর ফাইনালে পৌঁছেছে পুরোপুরি অপরাজিত ভূমিকায়। তবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে ছয়টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে হারতে হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় মোহনপুর প্রথম ম্যাচে বিলোনিয়াকে ইনিংস সহ ৭৭ রানে, দ্বিতীয় ম্যাচে গন্ডাছড়াকে ৩০৭ রানে এবং তৃতীয় ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ইনিংস সহ ৫১৬ রানে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল।

এতে চলমানের সঙ্গে অমীমাংসিত ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে একইভাবে বিশালগড়ো বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে ছিল। ফাইনালের ছাড়পত্র পেতে মোহনপুর সেমিফাইনাল ম্যাচে ইনিংস সহ ১৫৫ রানের ব্যবধানে কৈলাশহরকে পরাজিত করেছে। পক্ষান্তরে বিসিসী গ্রুপ লীগে কাঞ্চনপুরকে ইনিংস সহ ৭১৪ রানে এবং লং তরাই ভ্যালিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে ৯ উইকেটের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। কসমোলিটনের সঙ্গে ম্যাচে বিসিসি প্রথম ইনিংসের লিড নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছালে ইনিংস সহ ১৪৭ রানের ব্যবধানে ধর্মনগর কে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে।

স্টেট গেমসের ম্যাসকট রেলি ঘিরে রাজ্যব্যাপী ব্যাপক সারা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবারের মতো আয়োজিত স্টেট গেমসের ম্যাসকট রেলি ঘিরে ব্যাপক সাড়া পড়েছে রাজ্যজুড়ে। তিন দিনে আট জেলায় প্রদর্শনী রেলি আজ আগরতলায় ফিরে এসেছে।

ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেম ২০২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২২ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৮ টি ইভেন্ট নিয়ে।

এরই অঙ্গ হিসাবে তিন দিনব্যাপী সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা সদরে ম্যাসকট রেলি প্রদর্শনের লক্ষ্যে শনিবার দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয় সকাল ৯ টায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রাঙ্গণ থেকে। প্রথমে খোয়াই জেলা এবং পরবর্তীতে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে এই ম্যাসকট রেলি প্রদর্শিত হয়। উত্তর জেলা থেকে আজ, রবিবার ম্যাসকট রেলি রাত আটটায় আগরতলায় ফিরে এসেছে। এই ম্যাসকট রেলি প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য জুড়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

উল্লেখ্য, বেনীমাধব দেবনাথ এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল যথাক্রমে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অমীয় দাস, প্রণব অখন্ড ও প্রণব সাহা এই ম্যাসকট রেলিতে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপ মহারণের আগেই হার পাকিস্তানের ! এশিয়া কাপে ভারতের মহিলাদের কাছে কুপোকাত 'শত্রু'রা

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় ভারত-পাকিস্তান মহারণ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হতে চলেছে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ। তার আগে মরণবাঁচন ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারাল ভারতের মেয়েরা। ব্যাংককে চলছে মহিলাদের রাইজিং স্টারসের এশিয়া কাপ। সেখানে ৫৯ বল বাকি থাকতে রাধা যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় 'এ' দল ৮ উইকেটে হারাল পাকিস্তানকে।

টেরডথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারতের সামনে একেবারেই কল্কে পায়নি পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে পাকিস্তানের মহিলা দল গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৩ রানে। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে পাক দল। সায়মা ঠাকুর, জিনতিমনি কলিতাদের বল সামলাতে হিমশিম অবস্থা হয়। প্রথম ওভারেই ইউসরা আমির (১) বোল্ড করেন সায়মা। সেই শুরু। তারপর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি পাকিস্তানি ব্যাটাররা।

শাওয়াল জুলফিকার (২৩), গুল রুখ (২১) এবং আনোশা নাসির (১৭) ছাড়া বাকি পাকিস্তানি ব্যাটারদের রান পাশাপাশি রাখলে মোবাইল নম্বরের মতো মনে হবে। ভারতের হয়ে সাইমা ২, প্রেমা রাওয়াত ২, রাধা যাদব ২টি করে উইকেট নেন।

জিনতিমনি, মিনু মানির শিকার ১টি করে উইকেট।

জবাবে প্রথম বলেই হুমাইরা কাজীর (০) উইকেট হারালেও ম্যাচে ফিরে আসতে বেশি সময় নেয়নি ভারত। দ্বিতীয় উইকেটে অনুষ্কা শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে দীনেশ বৃন্দা ৭৯ রানের জুটি গড়েন। ২৪ রানে অনুষ্কা ফিরে গেলেও ভারতের জয় আটকায়নি। মাত্র ১০.১ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় মহিলাদের ভারতীয় 'এ' দল। ২৯ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন বৃন্দা। তেজল হাসাবনিসের সংগ্রহ ১২।

প্রথম ম্যাচে আরব আমিরশাহীর কাছে পরাস্ত হয়েছিল ভারত। সেই কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিততেই হত ভারতকে। মরণবাঁচন সেই মাচে পাকিস্তানকে গোহারান হারিয়ে অনবদ্য কামব্যাক করেছে ভারতীয় দল। ২ মাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে দ্বিতীয়স্থানে ভারত। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবেন রাধা যাদবরা।

বয়কট-নাটক শেষ, ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে সলমনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পাকিস্তানকে চাঙ্গা করলেন নকভি

ভারত ম্যাচ বয়কট করার আট দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছিল পাক সরকার। আপাতত বয়কট প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নামার জন্য তৈরি হচ্ছে পাকিস্তান। তার আগে পাকিস্তান দলকে চাঙ্গা করলেন মহসিন নকভি। গোটা দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি।

শনিবার রাতেই কলম্বো পৌঁছে গিয়েছেন নকভি। তার পরেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দলের সব ক্রিকেটারকে বুকে জড়িয়ে ধরে উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। পরে একটি বৈঠক করেছেন। সেখানে ছিলেন অধিনায়ক সলমন আঘা, কোচ মাইক হেসন, ম্যানেজার নাভিদ আক্রম চিমা এবং গোটা দল ও সাপোর্ট স্টাফেরা। বোর্ডের দুই কর্তা সলমন নাসির এবং সুমাইর আহমেদও ছিলেন।

দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাসিঠাট্টার মেজাজেই কথা বলেছেন নকভি। চেষ্টা করেছেন দলের মেজাজ ঠিক রাখার। ক্রিকেটারদের দেখেও মনে হয়েছে তাঁরা বেশ উদ্দীপ্ত। কলম্বোয় আসার আগে নকভি বলেছিলেন, "ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে আমাদের দল ভাল ফর্মে রয়েছে। আশা করি ইতিবাচক ফলাফলই দেখতে পাওয়া যাবে।"

নকভি কলম্বোয় আসার পর তাঁকে স্বাগত জানান শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী জনিতা রুয়ান। ছিলেন পাকিস্তানের হাই কমিশনার ফাহিম উল আজিজও। শ্রীলঙ্কা সরকারের কিছু কর্তার সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। তিনি বলেছেন, "শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পাকিস্তান বন্ধন আরও সুদৃঢ় হওয়া দরকার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান সব ম্যাচ খেলছে শ্রীলঙ্কায়। ওদের আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ।"

ভারত-পাকিস্তান বরফ গলল না ! বিশ্বকাপেও হল না করমর্দন, টসের পর দুই অধিনায়ক সূর্য এবং সলমন হাঁটলেন দুই দিকে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আঘার সঙ্গে হাত মেলালেন না সূর্যকুমার যাদব। রবিবার টসের সময় বিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন এড়িয়ে গেলেন তিনি। গত বছর এশিয়া কাপের তিনটি ম্যাচে যে জিনিস দেখা গিয়েছিল, সেটাই দেখা গেল বিশ্বকাপের ম্যাচেও। যদিও ম্যাচের আগের দিন সূর্যকুমারের কথায় ইঙ্গিত ছিল, করমর্দন হতে পারে। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই সংবাদ সংস্থাকে বোর্ডের এক সূত্র বলে দেন, "করমর্দন না করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটাই থাকবে।" ম্যাচের পরেও দুই দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা হাত মেলাবেন না। রবিবার সলমনের সঙ্গে হাত মেলাবেন কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে সূর্যকুমার বলেছিলেন, "২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আমরা এখানে ভাল ক্রিকেট খেলতে এসেছি। ওই ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেব। আপাতত ভাল করে খাব, ভাল করে ঘুমোব। তাই ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হবে।" সলমনকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, "দেখাই যাক কাল কী হয়। তবে ম্যাচটা যেন সঠিক মেজাজে খেলা হয়। আমার ব্যক্তিগত মতামতের কোনও অর্থ নেই। অতীতে যে ভাবে ক্রিকেট খেলা হয়েছে, সে ভাবেই খেলা উচিত। এটা (করমর্দন) নিয়ে ওরা সিদ্ধান্ত নিক।" গত বছর পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড এবং অপারেশন সিঁদুরের প্রেক্ষিতে এশিয়া কাপে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তান। তিন বারের সাক্ষাতে এক বারও দুই অধিনায়ক হাত মেলাননি। একই জিনিস দেখা গেল বিশ্বকাপের ম্যাচেও। বোঝাই গিয়েছে, ভারতের অবস্থানে কোনও বদল হয়নি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনীতির দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে ভারত: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনীতির দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে ভারত। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুব ও ছাত্রছাত্রীরা অন্যতম ভরসা। স্থানীয় ভাষা সহ সংখ্যালঘু ভাষা উন্নয়নের জন্যও কাজ করছে সরকার। সেই সঙ্গে ককবরক ভাষার উন্নয়নের জন্য নিজস্ব স্ক্রিপ্ট তৈরি করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এভিবিপি) জনজাতি ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে আসার পর ছাত্রছাত্রীদের ভারী মাত্রায় উপস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে নিশ্চিতভাবে আগামীতে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে। ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবরা আমাদের আগামীর ভবিষ্যত। জনসংখ্যার এই ৬৫৮ এর উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে শক্তিশালী করার চিন্তাভাবনা করছেন। দেশের সুরক্ষা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ সব বিষয়ে এই ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের কথা ভেবে স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাই প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস এর কথা। এরই একটা ঝলক আজ এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমস্ত কলেজগুলিতে এই ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি আরো শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। ৭০ এর দশকে কমিউনিস্ট জমানায় স্কুল কলেজগুলিতে কখন যে বোমা পড়বে সেটা কেউ বলতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের বলা হতো স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়ে লাল বিপ্লবে অংশ নিতে। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ সাহা আরো বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে একটা সুস্থিতি অবস্থা এসেছে। অথচ এরআগে দেশের কি অবস্থা ছিল! প্রতি মাসের শেষ রবিবারে মন কি বাত কার্যক্রমে দেশের মানুষের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশ ও রাজ্যগুলিকে কিভাবে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় সেই দিশায় কাজ করছেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষা সম্পর্কে চাপমুক্ত করতে পরীক্ষা পে চর্চা কার্যক্রম শুরু করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রত্যেককে আগে দেশকে ভালবাসতে হবে। শুধু পড়াশুনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের জন্য চিন্তাভাবনা করতে হবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়। যেটা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এখন এ.আই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) এর মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায়। এবারের বাজেটেও এ.আই এ ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে এ.আই থেকে সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু পুরোপুরি এর উপর নির্ভর করা যাবে না। আগে অর্থনীতির দিক দিয়ে ভারতের স্থান ছিল ১১তে। সেই জায়গায় পঞ্চম হয়ে এখন চতুর্থ স্থানে রয়েছে দেশ। যা আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে। জ্ঞানের মাধ্যমেও আমাদের শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি পরম্পরা ধরে রাখতে হবে।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, এভিবিপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমলেশ সিং, রাজ্য সভাপতি প্রফেসর ড. দেবরাজ পানিগ্রাহি, তীর্থরাম রিয়াং, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রবিশঙ্কর হালদার, অর্জুন ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

শিব চতুর্দশীতে আজ রবিবার বিশালগড়ের গোকুলনগরস্থিত গোরক্ষনাথ মন্দিরে পূজার্চনায় অংশগ্রহণ করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

মাছলি এলাকায় রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ধলাই জেলার লংতরাই ভ্যালী মহকুমার অন্তর্গত মাছলি এলাকায় সম্প্রতি শুরু হওয়া রাস্তা নির্মাণ কাজকে ঘিরে উঠেছে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ। বহু বছর ধরে এলাকাবাসীর দাবির পর অবশেষে পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও, কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ঠিকেদার রাজীব প্রসাদ নিয়ম না মেনে নামমাত্র বিটুমিনের প্রলেপ দিয়ে রাস্তার কাজ সম্পন্ন করেছেন। কাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন অংশে বিটুমিনের প্রলেপ উঠে যেতে শুরু করেছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রাপ্ত রাস্তার স্থায়িত্ব ও মান নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, বছরের পর বছর দুর্ভোগ পোহানোর পর যখন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে, তখন তা নিম্নমানের হওয়ায় তারা হতাশ। তাঁদের দাবি, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট এলাকার এমডিসি সঞ্জয় দাস যেন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

এদিকে, পূর্ত দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, অধিক মুনাফার আশায় ঠিকেদার রাজীব প্রসাদ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সিধাই থানার গঙ্গা গতিপুরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: রবিবার সাতসকালে সিধাই থানাধীন গঙ্গা গতিপুর এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের নজরে দেহটি পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তের পর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয়েছে ফরেনসিক দপ্তর এবং ডগ স্কোয়ার্ডকে। বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তকরণের পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

উদয়পুর পৌর পরিষদের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরে মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: গোমতী জেলার উদয়পুরে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক উদ্যোগের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করল উদয়পুর পৌর পরিষদ। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় মেয়াদের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবিবার রাজর্ষি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক বৃহৎ "রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির"। সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের মতো মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেনএটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর কথায়, "রক্তদান এক মহান দান। এটি শুধু একজন রোগীর জীবন রক্ষা করে না, সমাজে মানবতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে।" ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পৌর পরিষদের সহকারী চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবনাথ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিশভ, উদয়পুর মহকুমা শাসক ত্রিদিব সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা সহ বিভিন্ন প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশ নেন বহু যুবক-যুবতী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে রক্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সভাপতির ভাষণে পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার বলেন, উদয়পুর পৌর পরিষদ শুধু নাগরিক পরিকাঠামো উন্নয়নেই নয়, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। এই রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির সেই লক্ষ্য পূরণেরই অংশ। ভবিষ্যতেও সাধারণ মানুষের কল্যাণে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল সুশৃঙ্খল ও সফল। উপস্থিত অতিথিরা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এই মানবিক কর্মসূচি উদয়পুরবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

ধলেশ্বরে পুকুর ভরাটের অভিযোগ, নির্মাণকাজ ঘিরে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: অসাধু জমি ক্রেতাদের সঙ্গে প্রশাসনের একাংশের যোগসাজশে রাজধানী আগরতলা শহরে একের পর এক পুকুর ভরাটের অভিযোগ সামনে আসছে। স্থানীয়দের দাবি, সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে গোপনে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে পরিবেশবিধি ও নগর পরিকল্পনার নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে এই বেআইনি কাজ। সর্বশেষ অভিযোগ উঠেছে ধলেশ্বর এলাকার প্রাচ্যভারতী স্কুল সংলগ্ন একটি বহু বছরের পুরনো পুকুর ঘিরে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, প্রায় এক বছর ধরে ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারে ট্রাক ও টিপার গাড়িতে করে মাটি ফেলে পুকুরটি ভরাট করা হচ্ছিল। সম্প্রতি সেখানে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের সন্দেহ, পরিকল্পিতভাবেই পুকুরটি দখল করে নির্মাণকাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

খোঁজখবর নিয়ে এলাকাবাসী জানতে পারেন, ভাড়াটিয়া হিসেবে এলাকায় বসবাসকারী এক ব্যক্তি পাকা বাড়ি তৈরির পাশাপাশি দেবেন্দ্র দাসের মালিকানাধীন এই পুকুরটি ভরাটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

অভিযোগ উঠেছে, সুজিত নন্দী নামে এক ব্যক্তি গোপন সমঝোতার মাধ্যমে পুকুরের একটি অংশ বাস্তু হিসেবে দেখিয়ে ধাপে ধাপে ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গভীর রাতে মাটি ফেলে কাজ করা হতো, যাতে বিষয়টি জনসমক্ষে না আসে।

স্থানীয়দের আরও দাবি, এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে দমকল বাহিনীর জল সংগ্রহের একমাত্র ভরসা ছিল এই পুকুর। পুকুরটি ভরাট হয়ে গেলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপদের সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, জলাধার কমে যাওয়া এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাসএসব নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে রবিবার নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ করে দেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তাঁরা অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বেআইনি পুকুর ভরাট রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি উঠেছে এলাকায়।

ফুল চাষে স্বনির্ভর তেলিয়ামুড়ার রতন রুদ্র পাল, পরিশ্রমেই গড়েছেন সাফল্যের গল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রম থাকলে যে কোনও লক্ষ্য অর্জন সম্ভবতারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তেলিয়ামুড়া পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি এলাকার ৪২ বছর বয়সী রতন রুদ্র পাল। পেশায় ফুল চাষী এই পরিশ্রমী মানুষটি গত ২০১২ সাল থেকে টানা ১২ বছর ধরে সফলভাবে ফুল চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

জানা গেছে, প্রায় ৬ কানি জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের চাষ করে তিনি আজ স্বাবলম্বী। পরিশ্রম, ধৈর্য এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুধু আর্থিকভাবেই লাভবান হননি, বরং নিজের পরিবারের দায়িত্বও সফলভাবে পালন করে চলেছেন। ফুল চাষকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন ধরে তিনি সংসার প্রতিপালন করছেন বলে জানান।

রতন রুদ্র পাল বলেন, শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না। আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই তাকে পথ চলতে হয়েছে। তবে ফুল চাষের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং দৃঢ় মানসিকতাই তাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। বর্তমানে তার বাগানে বিভিন্ন মৌসুমি ও চাহিদাসম্পন্ন ফুলের চাষ হয়, যা স্থানীয় বাজারে ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে। তার এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়; এলাকার অন্যান্য কৃষকদের কাছেও তিনি অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন। অনেকেই এখন তার পরামর্শ নিয়ে ফুল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। রতন রুদ্র পালের সাফল্যের কাহিনি প্রমাণ করেসঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে গ্রামাঞ্চলেও কৃষিকে ভিত্তি করে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব।

মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে দু'দিনব্যাপী শ্রুজনা জাতীয় নৃত্যোৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: শ্রুজনা কালচার্যাল এন্ড লিটারারি অর্গানাইজেশানের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আজ থেকে আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে দু'দিনব্যাপী সুজনা জাতীয় নৃত্যোৎসব শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাই কোর্টের বিচারপতি ড. টি অমরনাথ গৌড়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য এবং সুজনা কালচার্যাল এন্ড লিটারারি অর্গানাইজেশানের চেয়ারপার্সন অঞ্জনা চৌধুরী।

বেতার কিষাণ দিবস সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারী: বেতার কিষাণ দিবস সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আকাশ বানী বিলোনিয়া কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রবিবার বেলা বারোটায় বেতার কিষাণ দিবস সমারোহ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

বেতারের মাধ্যমে অন্নদাতা কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আকাশ বানী বিলোনিয়া কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই দিবস। বেতার ও জলবায়ু এই বিষয়ের উপর সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর কৃষি মহকুমা আধিকারিক দীপক চন্দ্র দাস, দীপায়ন রায়, মৃন্ময়ী দত্ত মৎস্য আধিকারিক, ডাঃ অশোক মজুমদার, অভিষেক সোম নলুয়া কো অপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজার,এছাড়া বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকার কৃষক ভাইরা ও মৎস্য চাষীরাও উপস্থিত ছিলেন।

ধীরে ধীরে প্রকৃতির জলবায়ু পরিবর্তন হতে চলছে, এই সময়ের মধ্যে কি ভাবে ফসল ফলানো যাবে ও কি ভাবে মাছ চাষ করতে হবে, কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা রাখেন অতিথিগন। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কি ভাবে সুযোগ সুবিধা নিতে পারবে সেই বিষয়েও আলোচনা করেন। পাশাপাশি উপস্থিত কৃষক ও মৎস্য চাষীরা অতিথিদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন।

কারমাঙ্গাতলিতে 'জল অর্পণ দিবস' পালন, ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ফেব্রুয়ারিঃ জল সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহারের বার্তা নিয়ে মোহনভুগ ব্লকের কারমাঙ্গাতলি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে পালন করা হল 'জল অর্পণ দিবস'। মেলাঘর মহকুমার জল ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কারমাঙ্গাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবক উত্তম দাস, দপ্তরের নির্বাহী বাস্তকার সুবীর দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শ্রীবাস ভৌমিক, বাতসুল্ল কুমার নোয়াতিয়া, এসডিও বিকাশ রায়-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় কচিকাঁচাদের নিয়ে প্রভাতফেরি বের করা হয়। পরে তুলসী গাছে জল অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ সূচনা করা হয়। জল জীবন মিশনের আওতায় কারমাঙ্গাতলি পঞ্চায়েতের সমস্ত পরিবারের ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগকে সামনে রেখেই দিনটি পালন করা হয়। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে ডিটিডব্লিউ স্কিমের উদ্বোধন করা হয়।

বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, অতীতে এলাকার মহিলাদের গোমতী নদী থেকে দূর-দূরান্ত পেরিয়ে জল বহন করতে হতো। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত জল জীবন মিশনের ফলে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। তিনি জানান, কারমাঙ্গাতলি পঞ্চায়েতের ছয়টি ওয়ার্ডে ছয়টি ডিটিডব্লিউ স্কিম চালু করা হয়েছে এবং একটি রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ৬০০ পরিবারের প্রতিটি ঘরে এখন জলের ট্যাপ পৌঁছে গেছে।

অনুষ্ঠানে জল অপচয় রোধে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার না করার আহ্বান জানান বক্তারা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুদের নাচ-গানে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের শেষে ডিটিডব্লিউ স্কিমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং জল অপচয় বন্ধের শপথ পাঠের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিলোনীয়া প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারী: আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিলোনীয়া প্রেস ক্লাব অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করতে চলছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিলোনীয়া প্রেস ক্লাব।

বসে আঁকো,আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাবনা নিয়ে আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সমৃদ্ধ করতে রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলের সোনারতরী মুক্ত মঞ্চে বসে আকোঁ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। কচিকাঁচাদের রংতুলির ছোয়ায় ফুটে উঠেছে মাতৃ ভাষার প্রাসঙ্গিকতা।চারটি বিভাগে ক্ষুদে চিত্র শিল্পিদের রং তুলিতে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন চিত্র। এই দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়রম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, পুরপরিষদের সদস্য অনুপম চক্রবর্তী, বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিষ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সমর বিশ্বাস সহ প্রেস ক্লাবের সদস্যগন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে মাতৃভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে প্রতি গ্রুপের বিজয়ীদের ২১ ফেব্রুয়ারী আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরুস্কৃত করা হবে বলে বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ঘোষনা করা হয়েছে।

পূর্বমাছলি দেবপাড়ায় পাকা রাস্তার কাজ শুরু, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে স্বস্তি এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘ প্রায় সাত দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পাকা রাস্তার মুখ দেখছেন লংতরাই ভ্যালী মহকুমার পূর্বমাছলি দেবপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। স্বাধীনতার পর থেকে উন্নত মানের একটি রাস্তার দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসী। অবশেষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মনু পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকায় স্বস্তির হাওয়া বইছে। জানা গেছে, গত প্রায় ১০ বছর ধরে রাস্তাটি শুধুমাত্র সলিং অবস্থায় পড়ে ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা ক্রমশ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। খানাখন্দে ভরা ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে স্কুল পড়ুয়া, অসুস্থ রোগী, বাজারে নিত্যযাত্রীসহ সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হতো।

বর্তমান সরকারের আমলে অবশেষে রাস্তার কাজ শুরু হয়। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কারণে কাজের বিঘ্ন ঘটে, পরে এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুনরায় দপ্তরের নির্ধারিত সমস্ত গাইডলাইন মেনে কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় তাদের বহু দিনের কষ্টের অবসান ঘটতে চলেছে। পাকা রাস্তা নির্মিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

বাইখোড়া বাজারে আবর্জনার স্তূপে আগুন, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়াল দমকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ ফেব্রুয়ারি: শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া স্কুল সংলগ্ন বাজার এলাকায় আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগার ঘটনায় মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কে বা কারা বাজার সংলগ্ন জমে থাকা আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় শান্তির বাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। দমকল বাহিনী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্থানীয়দের মতে, সময়মতো আগুন নেভানো না গেলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেপারত।এদিকে কেবা কারা আগুন লাগিয়েছে তা খতিয়ে দেখছে বাইখোড়া থানারপুলিশ।ঘটনার তদন্তশুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, বাজার এলাকায় নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার এবং নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আর না ঘটে।

নিয়মিতকরণের দাবিতে রাজ্য সরকারের প্রতি মানবিক আবেদন ত্রিপুরা এসএসএ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: নিয়মিতকরণ নিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্য সরকারের প্রতি মানবিক আবেদন জানাল ত্রিপুরা এসএসএ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। এসএলপি প্রত্যাহার করে দ্রুত নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তাঁদের নিয়মিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রত্যাশা নিয়েই তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আসছেন। কিন্তু সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় আট বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত নিয়মিতকরণের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁরা শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে আন্দোলনের পথে নামতে চান না। শিক্ষার্থীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করতে হওয়ায় মানসিক চাপ বাড়ছে বলেও উল্লেখ করেন তাঁরা।

ত্রিপুরা এসএসএ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত এসএলপি প্রত্যাহার করে তাঁদের নিয়মিতকরণ নিশ্চিত করা হোক। এই বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন শিক্ষকরা।

মালঞ্চ নিবাস টেনিস কোর্টে ২২তম কৌশল ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ, কলকাতার দল চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: আগরতলার মালঞ্চ নিবাস টেনিস কোর্টে অনুষ্ঠিত হল ২২তম কৌশল ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টেনিস খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন। জমজমাট লড়াইয়ের পর কলকাতার দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সারা দিন ধরে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ উপভোগ করেন উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীরাও।

ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় জানান, প্রতি বছরই এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যে টেনিস খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা এবং তরুণ খেলোয়াড়দের সামনে বড় মঞ্চ তুলে ধরা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া এই প্রতিযোগিতা ক্রীড়ামহলে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas